The Negotiable Instruments Act, 1881 (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নং আইন) রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু The Negotiable Instruments Act, 1881 (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নং আইন) রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম—(১) এই আইন 'হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ২০২২' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে; কিন্তু এই আইনে বর্ণিত কোন কিছু

(৩) Bangladesh Bank Order, 1972 (President 's Order No. 127 of 1972) এর অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪ এর বিধানকে কোনোরূপ প্রভাবিত করিবে না।

২। আইনের প্রয়োগ—সকল হস্তান্তরযোগ্য দলিল এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং এই আইনের পরিপন্থি অন্য কোনো বিধি বা রীতি-নীতি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩। সংজ্ঞার্থ—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) 'উপযোজন পক্ষ (Accommodation Party)' অর্থ এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা, স্বীকৃতিদাতা অথবা স্বত্বার্পণকারী হিসাবে, উহার বিপরীতে মূল্য বুঝিয়া না পাইয়া এবং তাহার নাম অন্য কাউকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, উহাতে স্বাক্ষর করেন;

(খ) 'ব্যাংকার (Banker)' অর্থ একজন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত এমন একটি কারবারকে বুঝায় যার মাধ্যমে ঋণ প্রদান কিংবা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ এবং গৃহিত আমান ত চেক, ড্রাফ্ট, আদেশ বা অন্য কোনো মাধ্যমে চাহিবামাত্র অথবা অন্য কোনোরূপে পরিশোধ্য এবং উত্তোলনযোগ্য, যাহাতে ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংকও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) 'বাহক (Bearer)' অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি হস্তান্তরের মাধ্যমে এমন কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের ধারক হইবেন, যাহা বাহককে পরিশোধ্য;

(ঘ) 'প্রদান (Delivery)' অর্থ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অধিকার এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানান্তর;

(ঙ) 'ইস্যু (Issue)' অর্থ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুতকৃত একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যাহা কোনো ব্যক্তির নিকট প্রথম প্রদানকৃত (Delivery), যিনি উহা ধারক হিসেবে গ্রহণ করেন;

(চ) অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক-সম্পর্কিত 'মৌলিক রদবদল (Material Alteration)' বলিতে উহার তারিখ, পরিশোধ্য অঙ্ক, পরিশোধের সময়, পরিশোধের স্থান-এর যে-কোনো পরিবর্তন এবং যেই ক্ষেত্রে এইরূপ দলিল সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে স্বীকৃতিদাতার (Acceptor) স্বীকৃতি ব্যতিরেকে দলিলে পরিশোধের স্থান সংযোজন; এবং

(ছ) 'নোটারি পাবলিক (Notary Public)' বলিতে এই আইনের অধীন নোটারি পাবলিক-এর দায়িত্ব পালনার্থে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এবং নোটারি অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর অধীন নিযুক্ত কোনো নোটারিকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক

৪। অঙ্গীকারপত্র—'অঙ্গীকারপত্র (Promissory Note)' হইল, ব্যাংক নোট বা কারেন্সী নোট ব্যতীত, প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিত শর্তহীন অঙ্গীকার যাহার দ্বারা চাহিবামাত্র বা নির্ধারিত সময়ে বা নিরূপণযোগ্য

কোনো ভবিষ্যৎ সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাঁহার নির্দেশে অপর নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা উহার বাহককে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

উদাহরণ :

নিম্নরূপ শর্তাবলি-সাপেক্ষে 'ক' দলিলসমূহ স্বাক্ষর করেন :

(ক) 'আমি 'খ'-কে বা তাঁহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে ৫,০০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।'

(খ) 'মূল্যমান গ্রহণকরতঃ আমি এই মর্মে স্বীকার করিতেছি যে, আমি 'খ'-এর নিকট ১,০০০ টাকা ঋণী, যাহা চাহিবামাত্র পরিশোধ করিব।'

(গ) 'জনাব 'খ', আমি আপনার নিকট ১,০০০ টাকা ঋণী।'

(ঘ) 'আমি 'খ'-কে ৫,০০০ টাকাসহ অন্যান্য ভবিষ্যৎ পাওনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।'

(ঙ) 'আমি 'খ'-কে, তাহার নিকট আমার পাওনা প্রথমে সমন্বয়পূর্বক ৫,০০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।'

(চ) ''গ'-এর সহিত আমার বিবাহের ৭ দিন পর, আমি 'খ'-কে ৫,০০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।'

(ছ) 'ঘ'-এর মৃত্যুতে আমি 'খ'-কে ৫,০০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি, যদি 'ঘ' এইরূপ পরিশোধের জন্য আমার নিকট পর্যাপ্ত অর্থ রাখিয়া যান।'

(জ) 'আমি আগামী ১ জানুয়ারিতে 'খ'-কে ৫,০০০ টাকা এবং আমার TISSOT ঘড়িটি প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।'

এখানে (ক) ও (খ)-এ বর্ণিত দলিলাদি অঙ্গীকারপত্র এবং (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ)-এ বর্ণিত দলিলাদি অঙ্গীকারপত্র নহে।

৫। বিনিময় বিল—'বিনিময় বিল (Bill of Exchange)' হইল প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত শর্তহীন আদেশ-সংবলিত একটি লিখিত দলিল যাহা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাঁহার আদেশে অন্য কাউকে অথবা দলিলটির

বাহককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র বা কোনো নির্ধারিত বা কোনো নির্ধারণযোগ্য ভবিষ্যৎ সময়ে পরিশোধ করিবেন।

এই ধারা এবং ধারা ৪-এর অধীনে কোনো প্রতিশ্রুতি বা আদেশ এই কারণে 'শর্তযুক্ত' হইবে না যে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা ইহার কোনো কিস্তি পরিশোধের সময়, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা, যাহা মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যাশায় ঘটিবে বলিয়া নিশ্চিত তাহা ঘটিবার নির্ধারিত মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হইবার পর, নির্ধারিত হইয়াছে, যদিও এইরূপ ঘটনা ঘটিবার সময় অনিশ্চিত।

এই ধারা এবং ধারা ৪-এর অধীনে পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ 'নির্দিষ্ট' হইবে যদিও ইহা ভবিষ্যৎ সুদ অন্তর্ভুক্ত করে বা ইহা একটি নির্দেশিত বা প্রচলিত বিনিময় হারে বা নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ্য হয় এবং এমন শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এক বা একাধিক কিস্তি বা সুদ পরিশোধের ব্যর্থতায় সম্পূর্ণ বা অপরিশোধিত অর্থ বকেয়া হইবে।

যদি অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল (Bill of Exchange)-এর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট (intended) ব্যক্তিকে যুক্তিসংগতভাবে চিহ্নিত করা যায়, এই ধারা এবং ধারা ৪-এর মর্মানুযায়ী, তিনি 'নির্দিষ্ট ব্যক্তি' হইবেন, যদিও কেবলমাত্র বর্ণনায় ব্যক্তির নাম বা খেতাবে ভুল অভিহিত করা হইয়াছে।

এই ধারার অধীনে, একটি নির্দিষ্ট তহবিল হইতে অর্থ প্রদানের আদেশ শর্তহীন হইবে না; বরং অর্থ প্রদানের একটি পরিচ্ছন্ন আদেশ বিবেচিত হইবে, যাহাতে—

(ক) একটি নির্দিষ্ট তহবিল হইতে আদিষ্ট (Drawee)-এর নিজের দাবি পরিশোধ হইবে বা একটি নির্দিষ্ট হিসাবে বিকলন হইবে এই নির্দেশনা; অথবা

(খ) কোনো লেনদেনের বিবরণী যাহা অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের শর্তহীন দাবিকে দৃঢ় করে।

যেই ক্ষেত্রে বিনিময় বিলের প্রাপক একজন কল্পিত বা অস্তিত্বহীন ব্যক্তি হন, সেই ক্ষেত্রে বিনিময় বিলটি বাহককে পরিশোধযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।

৬। চেক—চেক (Cheque) কোন নির্দিষ্ট ব্যাংকার-এর উপর নির্দেশিত একটি বিনিময় বিল যাহা পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত হইলেই কেবল পরিশোধযোগ্য হইবে এবং ট্রাংকেটেড (Truncated) চেক ও ইলেকট্রনিক (Electronic) চেকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক)ইলেকট্রনিক চেক বলিতে চেকের ডিজিটাল প্রতিরূপ বা নিকাশ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপস্থাপনকারী ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কাগুজে চেকের উভয় পৃষ্ঠের ডিজিটাল প্রতিচ্ছবি বুঝাইবে।

(খ)ট্রাংকেটেড চেক বলিতে কোনো চেকের প্রতিচ্ছবি এবং তৎসশ্লিষ্ট তথ্যাদি, যাহা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হওয়াকে বুঝায়।

৭। আদেষ্টা, আদিষ্ট, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট, স্বীকৃতিদাতা, সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতা, প্রাপক—বিনিময় বিল বা চেকের প্রস্তুতকারক 'আদেষ্টা' (Drawer) বলিয়া অভিহিত হইবেন; উহা পরিশোধের জন্য আদেশকৃত ব্যক্তি 'আদিষ্ট' (Drawee) বলিয়া অভিহিত হইবেন।

কোনো বিলে অথবা উহার কোন স্বত্বার্পণ (Indorsement) আদিষ্ট ব্যক্তির অতিরিক্ত হিসাবে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিলে তিনি 'প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট' (Drawee in case of need) বলিয়া অভিহিত হইবেন।

কোন বিলে অথবা বিলের একাধিক অংশের ক্ষেত্রে উহার কোন অংশে নির্দেশিত ব্যক্তি স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর করিলে এবং বিলের ধারককে অথবা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তিকে উহা প্রদান (Delivery) করিলে বা স্বাক্ষরের বিষয়ে অবহিত করা হইলে, উক্ত নির্দেশিত ব্যক্তি 'স্বীকৃতিদাতা' (Acceptor) বলিয়া অভিহিত হইবেন।

যখন কোনো একটি বিনিময় বিলে, অস্বীকৃতি প্রদান কিংবা অধিকতর নিরাপত্তা বিধানের জন্য, উল্লেখ বা আপত্তি থাকিলে, তখন কোনো ব্যক্তি যিনি আদেষ্টার (Drawer) অথবা যে-কোনো পৃষ্ঠাঙ্কনকারীর (Indorser) সম্মানার্থে উহাতে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি 'সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতা' (Acceptor for Honour) বলিয়া অভিহিত হইবেন।

দলিলের উপর লিপিবদ্ধ ব্যক্তি, যাহাকে বা যাহার নির্দেশে দলিলটির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের নির্দেশনা থাকে তাহাকে 'প্রাপক' বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

৮। ধারক—অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক-এর 'ধারক' অর্থ উহার প্রাপক বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি উহার দখলে থাকেন কিংবা উহার বাহক হন কিন্তু বেনামিদারের মাধ্যমে সুফলভোগী স্বত্বাধিকারী এই সংজ্ঞার্থে অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

ব্যাখ্যা : যেই ক্ষেত্রে একটি অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল বা চেক হারাইয়া যায় এবং তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, বা বিনষ্ট হয়, এইরূপ হারানো বা বিনষ্টকালীন সময়ের দখলদার বা বাহক অবিরত ধারক হিসাবে গণ্য হইবেন।

৯। যথাবিহিত ধারক—'যথাবিহিত ধারক' অর্থ এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি, যাহার নিকট হইতে স্বত্ব লাভ করিয়াছেন তাহার স্বত্বের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত না হইয়া, মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বেই, পণের বিনিময়ে বাহককে পরিশোধ্য কোনো অঙ্গীকারনামা, বিনিময় বিল বা চেকের অধিকারী হন অথবা কোনো অঙ্গীকারনামা, বিনিময় বিল বা চেকের প্রাপক বা স্বত্বার্পিত রহেন, যাহা তাহার আদেশে পরিশোধ্য।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন ব্যক্তির অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের স্বত্ব ত্রুটিপূর্ণ হইবে যখন তিনি ধারা ৫৮-এর বিধানমতে উহার পাওনা অর্থ গ্রহণের অধিকারী না হন।

১০। যথাবিহিত পরিশোধ—'যথাবিহিত পরিশোধ' অর্থ কোনো দলিলে উল্লিখিত অর্থ পাইতে হকদার নহেন এইরূপ বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ না থাকিলে, সরল বিশ্বাসে এবং কোনোরূপ অবহেলা ব্যতিরেকে, কোনো ব্যক্তিকে দৃশ্যত দলিলের মর্ম-অনুসারে অর্থ পরিশোধ করা।

১১। অভ্যন্তরীণ দলিল—বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লিখিত বা প্রস্তুতকৃত এবং বাংলাদেশে পরিশোধ্য বা বাংলাদেশের কোনো নিবাসীর উপর লিখিত কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক অভ্যন্তরীণ দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। বৈদেশিক দলিল—এইরূপ দলিল যাহা ধারা ১১-এর বিধানমতে আদিষ্ট (Drawee), প্রস্তুতকৃত ও পরিশোধ্য নহে, তাহা বৈদেশিক দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। হস্তান্তরযোগ্য দলিল—(১) 'হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instrument)' অর্থ অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল , চেক বা ড্রাফট (?), যাহা উহার বাহককে বা আদেশমতে পরিশোধ্য।

ব্যাখ্যা : (১)—কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল, চেক বা ড্রাফট পরিশোধ্য হইবে এইরূপ আদেশমতে, যেই আদেশ অনুরূপ পরিশোধের জন্য উল্লিখিত হয় অথবা যেই আদেশ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পরিশোধের জন্য উল্লিখিত থাকে এবং যেই আদেশ দলিলটির হস্তান্তর নিষিদ্ধকারী কোনো শব্দ কিংবা এই অভিপ্রায়ের ইঙ্গিতবাহী কোনো শব্দাবলি ধারণ করিবে না।

ব্যাখ্যা : (২)—কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল, চেক বা ড্রাফট বাহককে পরিশোধ্য হইবে যদি উহাতে অনুরূপভাবে পরিশোধ্য মর্মে উল্লেখ থাকে বা উহাতে একমাত্র কিংবা শেষ স্বত্বার্পণটি (Endorsement) শূন্য জাতীয় স্বত্বার্পণ হয়।

ব্যাখ্যা : (৩)—যখন কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল, চেক বা ড্রাফট প্রস্তুতকালে বা স্বত্বার্পণকালে এমনভাবে উল্লেখ থাকে যে, ইহা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির আদেশে পরিশোধ্য কিন্তু তাহাকে পরিশোধ্য নহে, এইরূপ সত্ত্বেও দলিলটি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা মোতাবেক তাহাকে বা তাহার আদেশে পরিশোধ্য হইবে।

(২) কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল ২ (দুই) বা ততোধিক প্রাপককে যৌথভাবে পরিশোধ্য অথবা বিকল্পভাবে ২ (দুই) জনের মধ্যে যে-কোনো ১ (এক) জনকে অথবা অনেকজন প্রাপকের মধ্যে ১ (এক) জনকে অথবা কয়েকজনকে পরিশোধ্য হিসাবে প্রস্তুত করা যাইবে।

১৪। হস্তান্তর—যখন কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল, চেক বা ড্রাফট কোনো ব্যক্তির নিকট এইরূপভাবে হস্তান্তর করা হয় যাহাতে ঐ ব্যক্তি উহার ধারকে পরিণত হন, তখন দলিলটি হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। স্বত্বার্পণ—যখন একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের (Negotiable Instrument) প্রস্তুতকারক বা ধারক বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকারক ভিন্ন অন্যরূপে দলিলের পশ্চাতে বা সম্মুখে বা সংযুক্ত কাগজে স্বাক্ষর করেন, অথবা একই উদ্দেশ্যে একটি স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসাবে তৈরি করিবার নিমিত্তে স্বাক্ষর করেন, তখন তিনি দলিলটির স্বত্বার্পণ (Indorsement) করিয়াছেন মর্মে বিবেচিত হইবে এবং তাহাকে 'স্বত্বার্পণকারী' বলা হইবে।

১৬। শূন্য স্বত্বার্পণ, পূর্ণ স্বত্বার্পণ, স্বত্বার্পিত—(১) যদি স্বত্বার্পণকারী কেবল তাহার নাম স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলে উহাকে 'শূন্য স্বত্বার্পণ' এবং যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাহার আদেশে দলিলের অর্থ পরিশোধের আদেশসহ স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলে উহাকে 'পূর্ণ স্বত্বার্পণ' এবং উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দলিলটির 'স্বত্বার্পিত' (Indorsee) বলা হইবে।

(২) প্রাপক-সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ, স্বত্বার্পণগ্রহীতা-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

DRAFT

১৭। দ্ব্যর্থক দলিল—যেই ক্ষেত্রে একটি দলিল, অঙ্গীকারপত্র কিংবা বিনিময় বিল, যে-কোনো রূপে চিহ্নিত করা যায়, সেই ক্ষেত্রে উহার ধারক নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো রূপে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং অতঃপর দলিলটি সেইরূপে গণ্য হইবে।

১৮। হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মূল্যমানে অঙ্ক ও কথায় ভিন্নতা—দলিলে অঙ্গীকারকৃত বা পরিশোধের জন্য আদেশকৃত মূল্যমান, অঙ্কে এবং কথায় ভিন্নরূপ উল্লেখ থাকিলে, কথায় উল্লিখিত মূল্যমানই অঙ্গীকারকৃত বা পরিশোধের জন্য আদেশকৃত মূল্যমান বলিয়া বিবেচিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কথায় উল্লিখিত মূল্যমান দ্ব্যর্থক বা অনির্দিষ্ট হইলে, অঙ্কে উল্লিখিত পরিমাণ দ্বারা পরিশোধ্য মূল্যমান নির্ধারণ করা যাইবে।

১৯। চাহিবামাত্র পরিশোধ্য দলিল—কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল (Bill of Exchange) চাহিবামাত্র পরিশোধ্য হইবে—

(ক) যদি উহাতে চাহিবামাত্র কিংবা দর্শনমাত্র কিংবা উপস্থাপনমাত্র পরিশোধ্য এইরূপ উল্লেখ থাকে; অথবা

(খ) যদি উহাতে পরিশোধের কোনো সময় উল্লিখিত না থাকে; অথবা

(গ) যদি কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হইবার পর স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) বা স্বত্বার্পণকারী (Indorser) কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা স্বত্বার্পিত হয়।

২০। অপর্যাপ্ত স্ট্যাম্পকৃত দলিল—(১) যখন কোনো ব্যক্তি স্ট্যাম্প শুল্ক-সম্পর্কিত আইন-অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য দলিলের উপর ধার্যযোগ্য স্ট্যাম্প সংযুক্তকরত সম্পূর্ণ ফাঁকা অথবা আংশিক লিখিত কোনো অসম্পূর্ন হস্তান্তরযোগ্য দলিল, যাহা কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসাবে প্রস্তুত বা সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে, স্বাক্ষর করেন এবং অপর কাউকে প্রদান (Delivery) করেন, তখন তিনি দলিল গ্রহীতাকে দলিলটি লিখিয়া বা সম্পন্ন করিয়া, ক্ষেত্রমতো, উহাতে কোনো মূল্য উল্লেখ না থাকিলে যে-কোনো মূল্যে বা ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মূল্যের দলিলে পরিণত করিবার প্রাথমিক অধিকার দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এইরূপ দলিলে স্বাক্ষরকারী, উপধারা (৩)-এর বিধানসাপেক্ষে, দলিল যেই ভূমিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন সেই হিসাবে দলিলে উল্লিখিত বা পূরণকৃত পরিমাণ অর্থের জন্য যথাবিহিত ধারকের নিকট দায়ী থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যথাবিহিত ধারক ব্যতীত অন্য কেহ এইরূপ দলিলে স্বাক্ষরকারীর নিকট হইতে অভিপ্রেত অর্থের অধিক কোনো কিছু গ্রহণ করিবেন না।

(৩) এইরূপ দলিল কোনো ব্যক্তির, যিনি সম্পন্নকরণের পূর্বেই পক্ষভুক্ত হইয়াছেন, বিরুদ্ধে সম্পন্নকরণের পর প্রয়োগযোগ্য করিতে হইলে ইহা অবশ্যই যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে এবং উহাতে প্রদত্ত কর্তৃত্ব-অনুসারে পূরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দলিলটি সম্পাদনের পর যথাবিহিত ধারকের নিকট হস্তান্তরিত হইলে উহা ধারকের সকল উদ্দেশ্যে বৈধ ও কার্যকর হইবে, এবং তিনি উহা এমনভাবে কার্যকর করিতে পারিবেন যেন উহা প্রদত্ত কর্তৃত্ব-অনুসারে এবং যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে।

২১। 'দর্শনমাত্র', 'উপস্থাপনের পর', 'দর্শনান্তে'—'দর্শনান্তে' অর্থ, অঙ্গীকারপত্রের ক্ষেত্রে দর্শনের জন্য উপস্থাপনের পর এবং বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে স্বীকৃতির পর অথবা অস্বীকৃতির উল্লেখ বা অস্বীকৃতির জন্য আপত্তি প্রদানের পর।

২১ক। চাহিবামাত্র পরিশোধ্য অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল মেয়াদোত্তীর্ণ হইলে—চাহিবামাত্র পরিশোধ্য একটি অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল পরিশোধ মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে যদি ইহা দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে উহা অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ সময় অবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

২১খ। নির্ধারিত ভবিষ্যৎ সময়ে পরিশোধ্য অঙ্গীকারপত্র বা বিল—এই আইনের বিধানমতে একটি অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল ভবিষ্যতে নির্ধারণযোগ্য সময়ে পরিশোধ্য হইবে যদি উহা নিম্নরূপে পরিশোধ্য বলিয়া উল্লেখ থাকে:

(ক) কোনো তারিখ বা দর্শনের পর কোনো নির্ধারিত সময়ে; অথবা

(খ) কোনো নিশ্চিত ঘটিতব্য ঘটনা সংঘটনের সময় বা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময় পর, যদিও উহা সংঘটনের সময় অনিশ্চিত।

২১গ। ভূত-তারিখ এবং ভবিষ্যৎ-তারিখ উল্লেখিত দলিল—কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কেবল ভূত-তারিখ (Ante-dated) বা ভবিষ্যৎ-তারিখ (Post-dated) হইবার কারণে অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে , ভূত-তারিখ বা ভবিষ্যৎ-তারিখ প্রদান কোনো বেআইনি বা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য বা লেনদেনের সহিত সম্পর্কিত নয়।

২২। 'মেয়াদ পূর্তি'—অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের মেয়াদ পূর্তি (Maturity) অর্থ ঐ তারিখকে বুঝাইবে যেই তারিখে উহা পরিশোধ্য হয়।

রেয়াতি দিবস। চাহিবামাত্র, দর্শনমাত্র বা উপস্থাপনমাত্র পরিশোধ্য বলিয়া আদেশকৃত হয় নাই, এমন কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল পরিশোধের জন্য যেই দিবসে আদেশকৃত হইয়াছে তাহার পরবর্তী তৃতীয় দিবসে মেয়াদ পূর্তি (Matured) হইবে।

২৩। নির্দিষ্ট তারিখ বা দর্শনের কয়েক মাস অতিবাহিত হইবার পর পরিশোধ্য এমন কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের মেয়াদ পূর্তির তারিখ গণনা—কোনো নির্দিষ্ট তারিখে বা উহা দর্শনের বা নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটনের নির্দিষ্টসংখ্যক মাস অতিবাহিত হইবার পর পরিশোধ্য এমন কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল মেয়াদ পূর্তি (Matured) হইবে পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট মাসের ঐ দিনে যেই দিনটি এই দলিলের তারিখ কিংবা উহা দর্শন বা স্বীকৃতির বা অস্বীকৃতির জন্য লিপিবদ্ধ বা আপত্তি প্রদানের তারিখ বা যে তারিখে নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার সহিত মিলিয়া যায়; অনুরূপভাবে দর্শনের নির্দিষ্টসংখ্যক মাস অতিবাহিত হইবার পর পরিশোধ্য এমন কোনো স্বীকৃত বিনিময় বিল স্বীকৃতি প্রাপ্তির দিবসেই মেয়াদ পূর্তি হইবে এবং পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট মাসে অনুরূপ কোনো তারিখ না থাকিলে সেই মাসের শেষ দিন মেয়াদ পূর্তির তারিখ হইবে।

উদাহরণসমূহ :

(ক) ২৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল তারিখের একমাস পর পরিশোধ্য মর্মে আদিষ্ট (Drawee) হইল এবং ইহার মেয়াদ পূর্তির (Maturity) তারিখ হইবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১-এর পরবর্তী তৃতীয় দিন;

(খ) ৩০ আগস্ট ২০২১ তারিখের কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল তারিখের তিন মাস পর পরিশোধ্য মর্মে আদিষ্ট হইল এবং ইহার মেয়াদ পূর্তির (Maturity) তারিখ হইবে ৩ ডিসেম্বর ২০২১; এবং

(গ) ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখের কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instrument) তিন মাস পর পরিশোধ্য মর্মে আদিষ্ট হইল এবং ইহার মেয়াদ পূর্তির (Maturity) তারিখ হইবে ৩ ডিসেম্বর ২০২১।

২৪। তারিখ বা দর্শনের পর পরিশোধ্য কোনো বিল বা অঙ্গীকারপত্রের মেয়াদ পূর্তির তারিখ গণনা—কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের মেয়াদ পূর্তির তারিখ গণনার ক্ষেত্রে যখন উহাতে উল্লিখিত তারিখের নির্দিষ্ট দিবসের পর বা উহা দর্শনের পর বা নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিবার পর পরিশোধ্য হিসাবে আদিষ্ট হয়, সেইসকল ক্ষেত্রে উহা যে তারিখে স্বীকৃতির জন্য বা দর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছিল বা যে তারিখে অস্বীকৃতির জন্য আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল বা নির্দিষ্ট ঘটনাটি ঘটিয়াছিল সে দিবস বাদ দিয়া মেয়াদ পূর্তির তারিখ গণনা করিতে হইবে।

২৫। **মেয়াদ পূর্তির তারিখ ছুটির দিন হইলে**—অংঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের মেয়াদপূর্তি সরকারি ছুটির দিনে হইলে উহা পরবর্তী কার্য দিবসে প্রদেয় বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা : ছুটির দিন অর্থ সাপ্তাহিক ছুটিসহ সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট দ্বারা ঘোষিত সরকারি ছুটির দিবসগুলো অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেকের পক্ষবৃন্দ

২৬। অঙ্গীকারপত্র, প্রস্তুতযোগ্যতা ইত্যাদি—আইনানুগ চুক্তিবদ্ধ হইবার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে এবং কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল অথবা চেক প্রস্তুত, আদেশ, স্বীকৃতি, স্বত্বার্পণ (Endorsement), প্রদান (Delivery) এবং বিনিময়ের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করিতে পারিবেন।

যেই ক্ষেত্রে এইরূপ দলিল নাবালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত কিংবা হস্তান্তরিত হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রস্তুতকরণ, আদেশকরণ বা হস্তান্তরের মাধ্যমে দলিলের ধারক নাবালক ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্য যে-কোনো পক্ষের নিকট হইতে উহার মূল্য গ্রহণ এবং উহা কার্যকর করিবার অধিকারী হইবেন।

বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনবলে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, এই আইনের কিছুতেই কোনো কর্পোরেশনকে এইরূপ কোনো দলিল প্রস্তুত, স্বত্বার্পণ বা স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই।

২৭। প্রতিনিধিত্ব—প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে বা কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল প্রস্তুত, আদেশ, স্বীকৃতি বা হস্তান্তরের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম, তিনি অনুরূপভাবে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন।

ব্যবসায়িক লেনদেন এবং ঋণ গ্রহণ ও অবমুক্তকরণে একজন প্রতিনিধি সাধারণ ক্ষমতায় তাহার নিয়োগকর্তার পক্ষে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান কিংবা স্বত্বার্পণ করিবার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করিবেনা।

কোনো বিনিময় বিল আদেশকরণের ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত বিল স্বত্বার্পণ করিবার ক্ষমতা বুঝায় না।

২৭ক। অংশীদারের কর্তৃত্ব—অংশীদারী কারবারের একজন অংশীদার কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল প্রস্তুত, স্বীকৃতিদান বা হস্তান্তরের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানকে ততটুকু দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন যতটুকু বিদ্যমান অংশীদারী কারবার সংশ্লিষ্ট আইন তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করে।

২৮। স্বাক্ষরদানকারী প্রতিনিধির দায়—(১) প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিয়োগকর্তার (Principal) পক্ষে কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকায় (Representative Character) এইরূপ কোনো শব্দাবলি সংযোগ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে স্বাক্ষর করিলে অনুরূপ স্বাক্ষরের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন; তবে প্রতিনিধি হিসাবে কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকায় এইরূপ শব্দাবলি তাহার স্বাক্ষরের সহিত সংযোজন করিলেও তিনি ব্যক্তিগত দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে নিয়োগকর্তার জন্য এবং নিয়োগকর্তার পক্ষে স্বাক্ষর প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি তাহার স্বাক্ষরের জন্য ঐ ব্যক্তির নিকট দায়ী হইবেন না যিনি তাহাকে এইরূপ প্রলুব্ধ করিয়াছেন যে, দলিল দ্বারা একমাত্র নিয়োগকর্তাই (Principal) দায়ী হইবেন।

২৮ক। প্রদানমূলে স্থানান্তরকারী এবং স্থানান্তর গ্রহীতা—(১) যেই ক্ষেত্রে কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের (Negotiable Instrument) ধারক বাহককে পরিশোধ্য দলিলটি স্বত্বার্পণ (Endorsement) ব্যতীত প্রদানপূর্বক হস্তান্তর করেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি 'প্রদানমূলে স্থানান্তরকারী' হিসাবে অভিহিত হইবেন।

(২) প্রদানমূলে স্থানান্তরকারী উক্ত দলিলের জন্য দায়ী হইবেন না।

(৩) প্রদানমূলে স্থানান্তরকারী, যিনি পণের মাধ্যমে ধারক হইয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরের হস্তান্তর গ্রহীতাকে উক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করেন যে, দলিলটি যথাযথ মর্মার্থ প্রকাশ করে, তিনি দলিলের শর্ত মোতাবেক তাহা হস্তান্তর করিবার অধিকারী এবং হস্তান্তরের সময় তিনি এমন কোনো ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত নহেন যাহা দলিলটিকে মূল্যহীন করিবে ।

২৯। স্বাক্ষর প্রদানকারী আইনগত প্রতিনিধির দায়—মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে স্বাক্ষর করিলে উহার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন, যদি না তিনি স্পষ্টভাবে তাহার কর্তৃক গৃহীত সম্পদ পর্যন্ত তাহার এই দায়-এর সীমাবদ্ধতা ব্যক্ত করেন।

২৯ক। দায়বদ্ধতার জন্য স্বাক্ষর অপরিহার্য—প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা (Drawer), স্বত্বার্পণকারী (Endorser) বা স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) হিসাবে কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর প্রদান না করিলে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত বিষয়সমূহে দায়বদ্ধ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট এইরূপ কোনো দলিলে কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর বা নাম প্রদান করিলে তিনি উহার জন্য এমনভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন, যেন উক্ত স্বাক্ষরটি তাহার স্বীয় নামে সম্পাদিত হইয়াছে।

২৯খ। জাল অথবা অননুমোদিত স্বাক্ষর—এই আইনের বিধানসাপেক্ষে, কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের স্বাক্ষর জাল অথবা স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির অনুমোদন ব্যতীত প্রদান (Delivery) করা হইলে, উক্ত জাল বা অননুমোদিত স্বাক্ষরটি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত দলিল দ্বারা কোনো অধিকার সৃষ্টি বা দায়মুক্তি হইবে না বা উক্ত স্বাক্ষরের কারণে কোনো পক্ষকে অর্থ পরিশোধে বাধ্য করা যাইবে না, যদি না যে পক্ষের বিরুদ্ধে দলিলটি কার্যকর রাখা কিংবা উহার অর্থ পরিশোধের দাবি করা হয়, তিনি বিষয়টির জালিয়াতি বা কর্তৃত্বহীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতে বারিত হইয়া থাকেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই জালিয়াতি নহে এমন অননুমোদিত স্বাক্ষরকে অনুসমর্থন (Ratification) করে না।

২৯গ। অচেনা স্বাক্ষরকারী স্বত্বার্পণকারী গণ্য হইবেন—প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা (Drawer) বা স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) ব্যতীত অন্য কেহ হস্তান্তরযোগ্য দলিলে স্বাক্ষর করিলে তিনি স্বত্বার্পণকারী (Endorser) হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি না তিনি যথাযথ শব্দসমূহের দ্বারা অন্য কোন যোগ্যতায় বাধ্য হইয়া এইরূপ স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

৩০। আদেষ্টার দায়—(১) (ক) কোনো বিনিময় বিলের আদেষ্টা (Drawer) আদেশ করিবার মাধ্যমে অঙ্গীকার করেন যে, উহা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইলে উহা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইবে এবং উহা শর্তানুযায়ী পরিশোধিত হইবে

এবং উহা প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি উহার ধারক বা পরিশোধে বাধ্য সংশ্লিষ্ট স্বত্বার্পণকারীকে (Endorser) ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(খ) আদেষ্টা (Drawer) কোনো চেক লিখিবার মাধ্যমে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, উহা আদিষ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি ধারককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিনিময় বিল বা চেক প্রত্যাখ্যানের যথাযথ নোটিশ আদেষ্টাকে (Drawer) প্রদান করিতে হইবে কিংবা আদেষ্টা কর্তৃক উহা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই আইনে বর্ণিত উপায়ে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত বিনিময় বিলের আদিষ্ট উহার জন্য দায়ী হইবেন না।

৩১। চেকের ক্ষেত্রে আদিষ্টের দায়—কোনো চেক পরিশোধের জন্য আদেষ্টার (Drawer) হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ থাকিলে এবং চেকটি যথা প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করিলে , আদিষ্ট (Drawee) কর্তৃক চেকের অর্থ অবশ্যই পরিশোধ্য হইবে এবং তা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে আদেষ্টার কোনো ক্ষতি কিংবা বিনষ্টের কারণ ঘটিয়া থাকিলে আদিষ্ট (Drawee) অবশ্যই আদেষ্টাকে (Drawer) ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩২। অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারী এবং বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতার দায়—(১) বিপরীতধর্মী কোনো চুক্তি না থাকিলে, অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারক উহা প্রস্তুত করিবার মাধ্যমে এবং বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই উহাতে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে এই মর্মে সম্পৃক্ত করেন যে, অঙ্গীকারপত্রের মর্ম (Tenor) অনুযায়ী কিংবা অনুরূপ স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উক্ত দলিলের অর্থ পরিশোধ করিবেন এবং অনুরূপ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে প্রস্তুতকারক কিংবা স্বীকৃতিদাতা এইরূপ ক্ষতি বা বিনষ্টের কারণে অথবা অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের যে-কোনো পক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতা বিলের মেয়াদ পূর্তিতে (Maturity) কিংবা মেয়াদ পূর্তির পরবর্তীকালে উহাতে স্বীকৃতির মাধ্যমে নিজেকে এই মর্মে সম্পৃক্ত করে যে, তিনি চাহিবামাত্র ধারককে তাহার অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৩। প্রয়োজনবোধে বা সম্মানার্থে বাদে কেবল আদিষ্টই স্বীকৃতিদাতা হইতে পারেন—বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি (Drawee), অথবা ভিন্ন ভিন্ন আদিষ্টের ক্ষেত্রে সবাই বা কেহ কেহ, কিংবা দলিলে উল্লিখিত

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট বা সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতা হিসাবে কোনো ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ স্বীকৃতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না।

৩৪। অংশীদার নহে এমন ভিন্ন ভিন্ন আদিষ্ট কর্তৃক স্বীকৃতি —যেই ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় বিলের ভিন্ন ভিন্ন আদিষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহারা কারবারের অংশীদার নহেন, তাহারা প্রত্যেকেই নিজের জন্য উহাতে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারেন; তবে তাহাদের কেহ, কর্তৃত্ব না থাকিলে, অন্যের জন্য উহাতে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

৩৫। স্বত্বার্পণকারীর দায়—বিপরীতধর্মী কোনো চুক্তি না থাকিলে, কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের স্বত্বার্পণকারী (Endorser) উহাতে স্বত্বার্পণ করিয়া নিজেকে এই মর্মে সম্পৃক্ত করেন যে, যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইলে উহাতে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে এবং মর্ম (Tenor) মোতাবেক উহার অর্থ পরিশোধিত হইবে এবং উহা প্রত্যাখ্যাত হইলে এইরূপ ক্ষতি বা বিনষ্টের কারণে উহার ধারককে অথবা অর্থ পরিশোধে বাধ্য পরবর্তী স্বত্বার্পণকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে দায়বদ্ধ থাকিবেন এবং চাহিবামাত্র পরিশোধ্য দলিল প্রত্যাখ্যাত হইলে, প্রত্যেক স্বত্বার্পণকারী ইহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

৩৬। যথাবিহিত ধারকের নিকট পূর্ববর্তী পক্ষসমূহের দায়—কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অর্থ যথাযথভাবে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উহার প্রত্যেক পূর্ববর্তী পক্ষগণ যথাবিহিত ধারকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

৩৭। প্রস্তুতকারী, আদেষ্টা ও স্বীকৃতিদাতা কিংবা নিয়োগকর্তাগণ—বিপরীতধর্মী কোনো চুক্তি না থাকিলে, কোনো অঙ্গীকারপত্র বা চেকের প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময় বিলের আদেষ্টা (Drawer) ও স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) প্রত্যেকে প্রধান দেনাদার হিসাবে দায়ী থাকিবেন এবং অন্যান্য পক্ষ, ক্ষেত্রমতো প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা এবং স্বীকৃতিদাতার পক্ষে জামিনদার (Surety) হিসাবে দায়ী থাকিবেন।

৩৮। পূর্ববর্তী পক্ষ পরবর্তী প্রত্যেক পক্ষের নিকট নিয়োগকর্তা হিসাবে দায়ী—বিপরীতমর্মে কোনো চুক্তি না থাকিলে, দলিলের জামিনদার হিসাবে দায়বদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী পক্ষ প্রত্যেক পরবর্তী পক্ষের নিকট প্রধান দেনাদার হিসাবে দায়ী থাকিবেন।

উদাহরণ :

'ক' নিজ আদেশে পরিশোধ্য একটি বিল আদেশ করিল যাহাতে 'খ' একজন স্বীকৃতিদাতা; পরবর্তীকালে 'ক' উহা 'গ' কে স্বত্বার্পণ (Endorsement) করিল। এরপর 'গ', 'ঘ'-কে এবং 'ঘ', 'ঙ'-কে। 'ঙ' ও 'খ'-এর মধ্যে 'খ' প্রধান দেনাদার এবং 'ক' 'গ' ও 'ঘ' উহার জামিনদার। 'ঙ' ও 'ক'-এর মধ্যে 'ক' প্রধান দেনাদার এবং 'গ' ও 'ঘ' উহার জামিনদার। 'ঙ' ও 'গ'-এর মধ্যে 'গ' প্রধান দেনাদার এবং 'ঘ' উহার জামিনদার।

৩৮ক। উপযোজকপক্ষের দায় ও অবস্থান—(১) কোনো উপযোজক পক্ষ (Accommodation Party) হস্তান্তরযোগ্য দলিলের (Negotiable Instrument) দরুন উহার যথাবিহিত ধারকের কাছে দায়ী থাকিবেন, যদিও এইরূপ ধারক উক্ত কোনো পক্ষকে উপযোজন পক্ষ হিসাবে জানিয়াও দলিলটি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(২) হস্তান্তরযোগ্য দলিলের উপযোজক পক্ষ (Accommodation Party), যদি দলিলে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ উপযোজিত পক্ষের নিকট হইতে আদায় করিয়া নিতে পারিবেন।

৩৯। জামিনদার—চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ১৩৪ বা ১৩৫ ধারায় দায়মুক্তি-সংক্রান্ত যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, যখন কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিনিময় বিলের ধারক স্বীকৃতিদাতার (Acceptor) সহিত চুক্তিবদ্ধ হন, সেই ক্ষেত্রে ধারক অন্যান্য পক্ষকে অভিযুক্ত করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য পক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়মুক্ত হইবে না।

৪০। স্বত্বার্পণকারীর দায়মুক্তি—যেই ক্ষেত্রে কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের (Negotiable Instrument) ধারক, স্বত্বার্পণকারীর (Endorser) স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো পূর্ববর্তী পক্ষের নিকট স্বত্বার্পণকারীর ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার বিনষ্ট বা ক্ষতিসাধন করে, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে স্বত্বার্পণকারী ধারকের প্রতি তাহার দায় হইতে এমনভাবে অব্যাহতি পাইবেন, যেন দলিলটি মেয়াদ পূর্তিতে (Maturity) পরিশোধিত হইয়াছে।

উদাহরণ :

'ক', 'খ'-এর আদেশে পরিশোধ্য একটি বিনিময় বিলের ধারক এবং বিলটিতে নিম্নলিখিত শূন্য স্বত্বার্পণ করা হইল :

প্রথম স্বত্বার্পণ 'খ'-কে

দ্বিতীয় স্বত্বার্পণ 'রহিম উদ্দিন'-কে

তৃতীয় স্বত্বার্পণ ‘করিম অ্যান্ড কোং’-কে

চতুর্থ স্বত্বার্পণ ‘সগির আলী’-কে

উক্ত বিলটি নিয়া ‘ক’ সগির আলীর বিরুদ্ধে মামলা করিল এবং রহিম উদ্দিন ও করিম অ্যান্ড কোং কর্তৃক স্বত্বার্পণ সগির আলীর স্বীকৃতি ব্যতীত বাতিল করিয়া দিল; এই ক্ষেত্রে ‘ক’ সগির আলী হইতে কোনো অধিকার আদায় করিতে পারিবেন না।

৪১। স্বত্বার্পণ জাল হইলেও স্বীকৃতিদাতা দায়ী—কোনো বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতা উহাতে দেয় স্বীকৃতি হইতে এই অজুহাতে অব্যাহতি পাইবেন না যে স্বত্বার্পণটি (Endorsement) জাল ছিল, যদি সে স্বীকৃতি দানকালে উহা জাল মর্মে জ্ঞাত থাকেন কিংবা উহা জাল মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে।

৪২। মিথ্যা নামে সম্পাদিত বিলে স্বীকৃতিদান—কল্পিত নামে আদেশকৃত এবং আদিষ্টের আদেশে পরিশোধ্য কোনো বিনিময় বিল, যাহার ধারক আদেষ্টার (Drawer) অবিকল স্বাক্ষরে এবং আদেষ্টার দ্বারা কৃত বলিয়া বিবেচিত স্বত্বার্পণের মাধ্যমে দাবি করেন, উক্ত বিলের স্বীকৃতিদাতা এইরূপ ধারকের প্রতি তাহার দায় হইতে এই কারণে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবেন না যে আদেষ্টার নামটি কল্পিত।

৪৩। পণবিহীন হস্তান্তরযোগ্য দলিল সম্পাদন ইত্যাদি—পণ ব্যতীত বা যে পণ ব্যর্থ হইয়াছে তাহার বিনিময়ে হস্তান্তরযোগ্য দলিল প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, স্বীকৃত, স্বত্বার্পিত (Endorsement) কিংবা হস্তান্তরিত হইলে তাহাতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় না; কিন্তু ঐ দলিল পরবর্তীকালে পণের বিনিময়ে স্বত্বার্পণপূর্বক বা স্বত্বার্পণ ব্যতীত হস্তান্তর করা হইলে উহার ধারক এবং তাহার নিকট হইতে যাহারা স্বত্ব লাভ করিয়াছে তাহারা হস্তান্তরকারী এবং পূর্বোক্ত পক্ষগণের নিকট হইতে উক্ত দলিল বাবদ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

ব্যতিক্রম-১। কোনো পক্ষের উপযোজনের (Accommodation) জন্য কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, স্বীকৃত এবং স্বত্বার্পিত হইলে এবং তাহা যদি পরিশোধ করা হইয়া থাকে, পরবর্তীকালে অনুরূপ দলিলের উপযোজনকারী পক্ষের নিকট হইতে পরিশোধিত অর্থ আদায় করা যাইবে না।

ব্যতিক্রম-২। কোনো পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে পণের বিনিময়ে কোনো দলিল প্রস্তুতকরণ, আদেশকরণ, স্বীকৃতিদান, স্বত্বার্পণ বা হস্তান্তরে রাজি করিল; কিন্তু উক্ত পক্ষ পণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইল, তাহা হইলে উক্ত পক্ষ যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিয়াছে তাহার অধিক আদায় করিতে পারিবেন না।

৪৪। পণের ক্ষেত্রে আংশিক বা পূর্ণ আর্থিক পরিশোধে ব্যর্থতা—কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যেই ক্ষেত্রে আর্থিক পণের কারণে স্বাক্ষরকৃত হইল, সেই পণ আরম্ভ হইতেই অনুপস্থিত থাকিলে বা পরবর্তীকালে আংশিকভাবে ব্যর্থ হইলে, স্বাক্ষরকারীর নিকটবর্তী সম্পর্কের ধারকের প্রাপ্য অর্থ আনুপাতিক হারে হ্রাস পাইবে।

ব্যাখ্যা—বিনিময় বিলের আদেষ্টা (Drawer) স্বীকৃতিদাতার সহিত নিকটবর্তীভাবে সম্পর্কিত থাকেন এবং অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের প্রস্তুতকারক প্রাপকের সহিত এবং স্বত্বার্পণকারী (Endorser) স্বত্বার্পিত ব্যক্তির (Endorsee) সহিত নিকটবর্তীভাবে সম্পর্কিত থাকেন; অন্যান্য স্বাক্ষরকারীও চুক্তিমূলে ধারকের সহিত নিকটবর্তীভাবে সম্পর্কিত থাকিতে পারিবেন।

উদাহরণ :

'ক' তাহার আদেশে পরিশোধ্য ৫০০ টাকার একটি বিল 'খ'-এর নামে আদেশ করিলেন। 'খ' বিলটিতে স্বীকৃতি প্রদান করিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে বিলটি অপরিশোধের দরুন প্রত্যাখাত হইল।

'ক' 'খ'-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করেন। 'খ' প্রমাণ করিল যে, বিলটিতে ৪০০ টাকার জন্য স্বীকৃতি দান করা হয় ও অবশিষ্ট টাকা বাদীর প্রতি উপযোজিত হয়। 'ক' কেবল ৪০০ টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

৪৫। অর্থসংবলিত নহে এইরূপ দলিলের পণ আংশিক ব্যর্থ—যেই ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক আর্থিক পণের কারণে স্বাক্ষরকৃত না হইলেও আনুষঙ্গিক অনুসন্ধান ব্যতীতই উহা অর্থের মানদণ্ডে নিরূপণযোগ্য থাকে এবং পরবর্তীকালে আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়, সেই ক্ষেত্রে, স্বাক্ষরকারীর নিকটবর্তী সম্পর্কের ধারকের প্রাপ্য অর্থ আনুপাতিক হারে হ্রাস পাইবে।

৪৫ক। ধারকের হারানো বিলের পরিবর্তে উহার প্রতিলিপি পাইবার অধিকার—কোনো বিনিময় বিল পরিশোধের তারিখের পূর্বেই হারাইয়া গেলে, যে ব্যক্তি উক্ত বিলের ধারক, হারানো দলিলটি পুনরায় পাওয়া না গেলেও তজ্জন্য আদেষ্টার (Drawer) কোনো ক্ষতি হইলে, যদি প্রয়োজন হয় তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক, আদেষ্টার নিকট হইতে ঐ বিলের একটি প্রতিলিপি দাবি করিতে পারিবেন।

ইহার পরেও, আদেষ্টা বিলের প্রতিলিপি প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে, আদালতে মামলা করিয়া তাহাকে উহা প্রদান করিতে বাধ্য করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

হস্তান্তর প্রক্রিয়া

৪৬। প্রদান—অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক এর প্রস্তুতকরণ, স্বীকৃতিদান বা স্বত্বার্পণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

পক্ষগণের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বজায় থাকিবার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রদান সংঘটনের জন্য প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারী কর্তৃক অথবা এতদুদ্দেশ্যে তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

এইরূপ পক্ষগণ এবং যথাবিহিত ধারক ব্যতীত অন্য কোনো ধারক-এর মধ্যে প্রদান (Delivery) সংঘটিত হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত প্রদান শর্তসাপেক্ষে অথবা কেবল বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই।

বাহককে পরিশোধ্য অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য।

পরিশোধের আদেশ-সংবলিত অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক ধারক কর্তৃক স্বত্বার্পণ এবং প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য।

৪৭। প্রদানের দ্বারা হস্তান্তর—ধারা ৫৮-এর বিধানসাপেক্ষে, বাহককে পরিশোধ্য অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কেবল প্রদানের দ্বারা হস্তান্তর করা যাইবে।

ব্যতিক্রম—কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার শর্তসাপেক্ষে প্রদানকৃত একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক হস্তান্তরযোগ্য (Negotiable) হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উল্লিখিত ঘটনা ঘটে (শর্ত সম্পর্কে অবহিত নহেন এমন পণমূলে ধারক ব্যতীত)।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' বাহককে পরিশোধ্য একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের ধারক হইয়া উহা 'খ'-এর প্রতিনিধিকে 'খ'-এর জন্য রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন এবং এই ক্ষেত্রে দলিলটি বিনিময়কৃত হইয়াছে।

(খ) 'ক' ব্যাংকের নিকট রক্ষিত বাহককে পরিশোধ্য দলিলের ধারক হইয়া ব্যাংকারকে, যিনি একই সঙ্গে 'খ'-এর ব্যাংকারও বটে, উহা 'খ'-এর নামে রক্ষিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিবার আদেশ দেন এবং ব্যাংকার সেই মোতাবেক কার্য করেন এবং ফলস্বরূপ ব্যাংকার এখন 'খ'-এর প্রতিনিধি হিসাবে দলিলটি সংরক্ষণ করেন এবং এই ক্ষেত্রে দলিলটি বিনিময়কৃত হইয়াছে এবং 'খ' উহার ধারক হইয়াছেন।

৪৮। স্বত্বার্পণ দ্বারা বিনিময়—৫৮ ধারার বিধানসাপেক্ষে, পরিশোধের আদেশ-সংবলিত কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল কিংবা চেক ধারক কর্তৃক স্বত্বার্পণ (Endorsement) এবং প্রদানের মাধ্যমে বিনিময় করা যাইবে।

৪৯। শূন্য স্বত্বার্পণকে পূর্ণাঙ্গ স্বত্বার্পণে রূপান্তর—কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলে শূন্য স্বত্বার্পণ (Endorsement) থাকিলে উহার ধারক নিজ নাম স্বাক্ষর না করিয়া, স্বত্বার্পণকারীর স্বাক্ষরের উপরে তাহাকে অথবা তাহার কিংবা অন্য কাহারও আদেশে অর্থ পরিশোধের নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করিয়া শূন্য স্বত্বার্পণকে একটি পূর্ণ স্বত্বার্পণে রূপান্তরিত করিতে পারেন এবং এই কারণে ধারকের উপর স্বত্বার্পণকারীর কোনো দায় বর্তাইবে না।

৫০। স্বত্বার্পণকরণের ফলাফল—(১) নিয়ন্ত্রিত, শর্তসাপেক্ষ এবং সীমিত স্বত্বার্পণ (Endorsement) সম্পর্কিত এই আইনের বিধানসাপেক্ষে, কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল স্বত্বার্পণ সহযোগে প্রদান (Delivery) করা হইলে উক্ত প্রদানের দ্বারা দলিলটি স্বত্বসহ পুনরায় বিনিময় করিবার অধিকারও হস্তান্তরিত হইবে।

(২) স্বত্বার্পণ নিয়ন্ত্রণমূলক হইবে যদি ইহা—

(ক) দলিলটি পুনর্বার বিনিময় করিবার অধিকার সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ বা বাতিল করে; বা

(খ) যদি ইহা স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে (Endorsee) পুনরায় স্বত্বার্পণ করিবার জন্য কিংবা স্বত্বার্পণকারী বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যাক্তির পক্ষে দলিলটির অর্থ গ্রহণের জন্য স্বত্বার্পণকারীর একজন প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল বিনিময়ের অধিকার-সম্পর্কিত শব্দাবলি উল্লিখিত না থাকিবার কারণে কোনো স্বত্বার্পণকে নিয়ন্ত্রিত স্বত্বার্পণ বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

উদাহরণ :

‘খ’ বাহককে পরিশোধ্য বিভিন্ন হস্তান্তরযোগ্য দলিলে নিম্নরূপ স্বত্বার্পণের জন্য স্বাক্ষর করিলেন :

(ক) ‘দলিলের বিষয়বস্তু কেবল ‘গ’-কে পরিশোধ করুন।’

(খ) ‘আমার প্রয়োজনে ‘গ’-কে পরিশোধ করুন।’

(গ) ‘খ’-এর হিসাবে ‘গ’-কে অথবা তাহার আদেশে পরিশোধ করুন।’

(ঘ) ‘বিষয়বস্তু অবশ্যই ‘গ’কে পরিশোধ করিতে হইবে।’

এইরূপ স্বত্বার্পণ (Endorsement) দ্বারা ‘গ’-কে পরবর্তী বিনিময়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

(ঙ) ‘গ’-কে পরিশোধ করুন।’

(চ) ‘গ-কে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক হিসাবে মূল্য পরিশোধ করুন।’

(ছ) ‘স্বত্বার্পণকারী বা অন্যান্যদেরকে ‘গ’ কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ অর্পণ দলিলের পণের অংশ হিসাবে বিনিময়ে দলিলের অর্থ ‘গ’-কে পরিশোধ করুন।’

এইরূপ অনুমোদন বা স্বত্বার্পণে ‘গ’-এর পুনরায় বিনিময় করিবার অধিকার রহিত করা হয় নাই।

৫১। কে বা কাহারা বিনিময় করিতে পারে—বিনিময় বিলের একক প্রস্তুতকারক , আদেষ্টা (Drawer), প্রাপক অথবা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি (Endorsee) এবং যে দলিলে কতিপয় যৌথ প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা (Drawer), প্রাপক, স্বত্বার্পিত ব্যক্তি (Endorsee) থাকেন, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা, প্রাপক অথবা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি এককভাবে দলিলটি স্বত্বার্পণ এবং বিনিময় করিতে পারিবেন, যদি ইতোমধ্যে এই আইনের ৫০ ধারা মোতাবেক উক্ত দলিলের হস্তান্তরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ না করা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : এই ধারার কোনো কিছুই দলিলের প্রস্তুতকারক বা আদেষ্টাকে স্বত্বার্পণ (Endorsemnt) বা বিনিময় ক্ষমতা অর্পণ করে না, যদি না তিনি উহার আইনানুগ অধিকারী বা ধারক হন, কিংবা দলিলের প্রাপক বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে (Endorsee) স্বত্বার্পণ বা বিনিময়ের ক্ষমতা প্রদান করে না, যদি না তিনি উহার ধারক হন।

উদাহরণ :

'ক' বা তাহার আদেশে পরিশোধ্য একটি বিল আনীত হইল এবং 'ক' তাহা 'খ' কে 'অথবা আদেশে' (or order) বা সমার্থক কোনো শব্দাবলি উল্লেখ ব্যতিরেকে স্বত্বার্পণ করিল; 'খ' দলিলটি বিনিময় করিতে পারিবে।

৫২। স্বত্বার্পণকারী যিনি স্বত্বার্পণে নিজ দায় রহিত বা শর্তযুক্ত করিতে পারিবেন—একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের স্বত্বার্পণকারী স্বত্বার্পণে কিছু শব্দ উল্লেখ করিবার মাধ্যমে উহাতে স্বীয় দায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তির প্রতি উল্লিখিত অঙ্কের অর্থ গ্রহণে এইরূপ দায় বা অধিকার সৃষ্টি করিতে পারিবেন যাহা কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার উপর নির্ভর করিবে, যদিও ওইরূপ ঘটনা কখনো নাও ঘটিতে পারে।

যেই ক্ষেত্রে একজন স্বত্বার্পণকারী উপরোক্তরূপে দায় পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি উক্ত দলিলের ধারক হন, সেই ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সকল স্বত্বার্পণকারী তাহার নিকট দায়ী হইবেন এবং যেই ক্ষেত্রে স্বত্বার্পণ গ্রহীতার দলিলের অর্থ পাইবার অধিকারকে উপরিউক্ত উপায়ে শর্তযুক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ শর্ত কেবল স্বত্বার্পণকারী এবং স্বত্বার্পিত ব্যক্তির মধ্যে বৈধ থাকিবে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের স্বত্বার্পণ (Endorsement) শর্তযুক্ত হইলে, দাতা উক্ত শর্ত উপেক্ষা করিতে পারেন এবং শর্তাবলি পূরণ হউক বা না হউক স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে উক্ত অর্থ পরিশোধ আইনসিদ্ধ হইবে।

উদাহরণ :

(ক) স্বত্বার্পণকারী 'অবলম্বন ব্যতীত' (Without Recourse) শব্দাবলি যুক্তপূর্বক একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলে তাহার নাম স্বাক্ষর করিলেন, এইরূপ স্বত্বার্পণে তাহার কোনো দায় থাকিবে না।

(খ) 'ক' একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রাপক এবং ধারক। তিনি উক্ত দলিলে 'অবলম্বন ব্যতীত' (Without Recourse) শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক নিজের দায় পরিত্যাগ করিয়া তাহা 'খ'-কে হস্তান্তর করিলেন; 'খ' উহা 'গ'-কে স্বত্বার্পণ করিলেন এবং 'গ' উহা 'ক'-কে স্বত্বার্পণ করিলেন; 'ক' এইখানে কেবল পূর্বোক্ত অধিকারে পুনর্বহাল হইলেন না উপরন্তু 'খ' ও 'গ' কর্তৃক স্বত্বার্পিত ব্যক্তি হিসাবেও তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫৩। ধারক যথাবিহিত ধারকের মাধ্যমে দাবি করে—(১) একজন ধারক, যিনি যথাবিহিত ধারকের নিকট হইতে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং নিজে হস্তান্তরযোগ্য দলিলকে প্রভাবিত করে এমন কোনো প্রতারণা বা অবৈধ কার্যে সংশ্লিষ্ট নহেন, তিনি যথাবিহিত ধারকের ঐ সকল অধিকার অর্জন করিবেন যাহা দলিলের স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) এবং পূর্ববর্তী সকল ধারকের বিপরীতে যথাবিহিত ধারক প্রাপ্য হইতেন।

(২) ধারকের স্বত্ব ত্রুটিযুক্ত হইলে—

(ক) যদি দলিলটি যথাবিহিত ধারকের নিকট বিনিময় করা হয়, তবে তিনি উহার উত্তম এবং পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(খ) যদি তিনি দলিলটির অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পরিশোধকারীর বৈধ দায়মুক্তি মিলিবে।

৫৩ক। যথাবিহিত ধারকের অধিকার—যথাবিহিত ধারক পূর্বেকার পক্ষগণের স্বত্বের ত্রুটি হইতে এবং পূর্বেকার পক্ষগণের স্বপক্ষ যুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া দলিল ধারণ করেন এবং দলিলের পরিশোধ্য মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধের জন্য দায়ী সমস্ত পক্ষকে আইনত বাধ্য করিতে পারিবেন।

৫৪। শূন্য স্বত্বার্পিত দলিল—রেখাঙ্কিত চেক-সম্পর্কিত অতঃপর বর্ণিত বিধানসাপেক্ষে, একটি বিনিময়যোগ্য দলিল শূন্য স্বত্বার্পিত হইলে বাহক বরাবর পরিশোধ্য হইবে, যদিও উহা মূলত আদিষ্ট (Drawee) বরাবর পরিশোধ্য।

৫৫। শূন্য স্বত্বার্পণকে পূর্ণ স্বত্বার্পণে রূপান্তর—যদি কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল শূন্য স্বত্বার্পণের পর পূর্ণভাবে স্বত্বার্পণ হয়, সেই ক্ষেত্রে যাহার বরাবর পূর্ণ স্বত্বার্পণ হইয়াছে তিনি অথবা তাহার মাধ্যমে স্বত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত সমুদয় অর্থ পূর্ণ-স্বত্বার্পণকারীর নিকট দাবি করিতে পারিবেন না।

৫৬। স্বত্বার্পণের আবশ্যকীয় শর্তাদি—(১) স্বত্বার্পণের মাধ্যমে বিনিময় অবশ্যই সম্পূর্ণ দলিলের উপর হইতে হইবে।

(২) পরিশোধ্য মূল্যের আংশিক স্বত্বার্পণ অথবা দুই বা ততোধিক স্বত্বার্পিত ব্যক্তির (Endorsee) প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে হস্তান্তরের জন্য স্বত্বার্পণ বৈধ নহে; কিন্তু যখন মূল্য আংশিক পরিশোধিত হয়, তৎমর্মে দলিলে একটি নোট স্বত্বার্পণ করা যায় যাহা পরবর্তীকালে অবশিষ্ট মূল্যের জন্য হইতে পারে।

৫৭। মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধি কেবল প্রদানের মাধ্যমে স্বত্বার্পিত দলিল হস্তান্তর করিতে পারিবেন না—কোনো মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধি, মৃত ব্যক্তির আদেশে পরিশোধ্য এবং স্বত্বার্পিত (Endorsement) হইয়াছে কিন্তু প্রদান (Delivery) হয় নাই এরূপ একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কেবল প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৫৭ক। ইতোমধ্যে দায়ী পক্ষের নিকট দলিল হস্তান্তর—যেই ক্ষেত্রে একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল প্রস্তুতকারক বা আদেষ্টা (Drawer) বা পূর্ববর্তী স্বত্বার্পণকারী বা স্বীকৃতিদাতার নিকট মেয়াদ পূর্তির (Maturity) পূর্বেই হস্তান্তর (Negotiate) হইয়াছে, এইরূপ পক্ষ এই আইনের বিধানসাপেক্ষে উহা পুনঃ ইস্যু (re-issue) বা পুনঃ হস্তান্তর (Further Negotiate) করিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি মধ্যবর্তী কোনো পক্ষকে, যাহার নিকট তিনি পূর্বে দায়বদ্ধ ছিলেন, উক্ত দলিলের অর্থ পরিশোধে বাধ্য করিতে পারিবেন না।

৫৭খ। ধারকের অধিকার—একজন ধারক হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বিপরীতে যথাবিহিত পরিশোধ্য (Payment in due course) অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনে বর্ণিত উপায়ে দলিলটি পুনঃ হস্তান্তর (Further Negotiate) করিতে পারিবেন; তিনি নিজ নামে এইরূপ দলিলের ভিত্তিতে মোকদ্দমাও দায়ের করিতে পারিবেন।

৫৮। ত্রুটিযুক্ত স্বত্ব—অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক হারাইয়া গেলে কিংবা অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে কিংবা বেআইনী প্রতিদানে কোনো প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা, স্বীকৃতিদাতা অথবা ধারকের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে, যিনি পাইলেন বা গ্রহণ করিলেন বা ইহার দখলকারী বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি তাহাদের কেহই প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা, স্বীকৃতিদাতা অথবা ধারকের নিকট দলিলের মূল্য দাবি করিতে পারিবেন না, যদি না দখলকারী বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি, নিজে বা তাহারা যাহার মাধ্যমে দাবি করিতেছেন, তিনি দলিলের যথাবিহিত ধারক হইয়া থাকেন।

৫৯। প্রত্যাখ্যাত বা মেয়াদোত্তীর্ণ দলিল অর্জন—বিনিময়যোগ্য দলিলের কোনো ধারক যিনি দলিলটি প্রত্যাখ্যাত (অস্বীকৃতি বা অপরিশোধিত হইবার কারণে) হইবার পর দলিলের মালিক হন, তিনি দলিলটির মেয়াদ পূর্তি (Matured) হইবার পর কেবল অন্য পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে তাহার হস্তান্তরকারীর অধিকার প্রাপ্ত হন এবং এইরূপ ধারকের স্বার্থ, হস্তান্তরের সময় হস্তান্তরকারীর স্বার্থ যেইরূপ ছিল, সেইরূপ থাকিবে।

উপযোজন নোট বা বিল—তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি যিনি সরল বিশ্বাসে এবং পণের বিনিময়ে এমন কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের ধারক হন যাহা সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষকে অর্থায়নে সহায়তা করিবার জন্য পণবিহীনভাবে প্রস্তুতকৃত, আদিষ্ট বা স্বীকৃত হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি মেয়াদান্তে উক্ত নোট বা বিলের অর্থ পূর্ববর্তী কোনো পক্ষের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

উদাহরণ :

একটি বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতা, স্বীকৃতিদানকালে আদেষ্টার (Drawer) নিকট বিল পরিশোধের সহায়ক জামানত হিসাবে কিছু মালামাল গচ্ছিত রাখেন এবং এই মর্মে আদেষ্টাকে ক্ষমতা অর্পণ করেন যে, তিনি যদি উহা মেয়াদ পূর্তিতে বিলের টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন তাহা হইলে আদেষ্টা মালামালগুলি বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং মেয়াদ পূর্তিতে (Maturity) বিল পরিশোধিত না হওয়ায় আদেষ্টা মালামালগুলি বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়মূল্য নিজের নিকট রাখিয়া বিলটি 'ক' কে স্বত্বার্পণ করেন এবং 'ক'-এর স্বত্বাধিকার আদেষ্টার স্বত্বের মতো আপত্তি সাপেক্ষ হইবে।

৬০। পরিশোধ বা মিটানো পর্যন্ত দলিল হস্তান্তরযোগ্য—কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল (আদায়যোগ্য হওয়ার পর এবং প্রস্তুতকারক, আদেষ্টা বা স্বীকৃতিদাতা ব্যতীত) প্রস্তুতকারক, আদিষ্ট বা স্বীকৃতিদাতা কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবার কালে বা পরে পরিশোধ বা মিটানো না হওয়া পর্যন্ত হস্তান্তর করা যাইবে, কিন্তু তাহা পরিশোধ বা মেটানোর পর নহে।

DRAFT

পঞ্চম অধ্যায়

উপস্থাপন-সম্পর্কিত

৬১। স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপন—কোনো বিনিময় বিল দর্শনান্তে (After sight) পরিশোধ্য হইলে এবং বিলে উপস্থাপনের কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থান উল্লেখ না থাকিলে, উহার স্বীকৃতি দাবির অধিকারী কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসংগত অনুসন্ধানে আদিষ্টকে খুঁজিয়া পাইলে, আদেশের যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে আদিষ্টের নিকট কারবারের দিন কারবার চলাকালীন স্বীকৃতির জন্য অবশ্যই উপস্থাপন করিবেন এবং এইরূপ উপস্থাপনের ব্যর্থতায়, সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষ দাবিকারী ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকিবেন না।

আদিষ্টকে যুক্তিসংগত অনুসন্ধানে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে বিলটি প্রত্যাখ্যাত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিলটি আদিষ্টের প্রতি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দেশিত হইলে, বিলটি সেই স্থানেই উপস্থাপন করিতে হইবে; উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত তারিখে যদি যুক্তিসংগত অনুসন্ধানে আদিষ্টকে সেই স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বিলটি প্রত্যাখ্যাত বলিয়া গণ্য হইবে।

চুক্তিতে বা প্রচলিত রীতিতে অনুমোদিত হইলে, বিলটি ডাকঘরের রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হইলে তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬২। অঙ্গীকারপত্র দর্শনের জন্য উপস্থাপন—কোনো অঙ্গীকারপত্র দর্শনান্তে (After sight) নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ্য হইলে, তাহা অবশ্যই পরিশোধ দাবির অধিকারী কোনো ব্যক্তির দ্বারা, দলিল প্রস্তুতের পর যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে এবং কারবারের দিন কারবার চলাকালীন দলিল প্রস্তুতকারকের কাছে দর্শনের জন্য (যদি যুক্তিসংগত অনুসন্ধানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়) উপস্থাপন করিতে হইবে এবং এইরূপ উপস্থাপনের ব্যর্থতায়, সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষ দাবিকারী ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকিবেন না।

৬৩। বিবেচনার জন্য আদিষ্টের সময়—যদি একটি বিনিময় বিলের স্বীকৃতির জন্য আদিষ্টের নিকট দাখিল করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ধারক, আদিষ্টকে উহার স্বীকৃতির বিষয় বিবেচনার জন্য, অবশ্যই সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় মঞ্জুর করিবেন।

৬৪। পরিশোধের জন্য উপস্থাপন—(১) ধারা ৭৬-এর বিধানসাপেক্ষে এবং অতঃপর বর্ণিত উপায়ে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক পরিশোধের জন্য অবশ্যই ধারক বা তাহার পক্ষে যথাক্রমে প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা বা আদিষ্টের কাছে উপস্থাপিত হইতে হইবে এবং এইরূপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দরুন এতৎসম্পর্কিত অন্যান্য পক্ষ ধারকের নিকট দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(২) এই আইনের ধারা ৬-এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন তাহা সত্ত্বেও, যেইখানে ট্রাংকেটেড চেকের একটি ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হয়, সেইখানে প্রত্যর্পণকারী ব্যাংক কোনো যুক্তিসংগত সন্দেহের কারণে ট্রাংকেটেড চেকধারী ব্যাংকের নিকট হইতে চেকের উক্ত দলিলের দৃশ্যত অবস্থার সত্যতা-সংক্রান্ত আরও তথ্য দাবি করিবার অধিকার রাখে এবং যদি সন্দেহ করা হয় যে, চেকে কোনো প্রতারণা, জালিয়াতি, ঘষামাজা বা ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, ইহা যাচাইয়ের জন্য পুনঃউপস্থাপনার দাবি রাখে; এই ক্ষেত্রে শর্ত থাকিবে যে, আদিষ্ট (Drawee) ব্যাংক কর্তৃক দাবিকৃত ট্রাংকেটেড চেকটি নিজের কাছে রাখিবে এবং সেই অনুযায়ী চেকের অর্থ প্রদান করিবে।

ব্যতিক্রম : কোনো অঙ্গীকারপত্র চাহিবামাত্র পরিশোধ্য হইলে এবং তাহাতে পরিশোধের নির্দিষ্ট কোনো স্থান উল্লেখ না থাকিলে, দলিলটির প্রস্তুতকারককে অভিযুক্ত করিবার জন্য উহা উপস্থাপনের প্রয়োজন নাই এবং অনুরূপভাবে বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতাকে অভিযুক্ত করিবার জন্যও উহা উপস্থাপনের প্রয়োজন হইবে না।

ব্যাখ্যা : যখন কয়েকজন ব্যক্তি, যাহারা অংশীদার নহেন, ক্ষেত্রমতো হস্তান্তরযোগ্য দলিলে প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা বা আদিষ্ট হিসাবে দায়বদ্ধ থাকেন এবং দলিলে কোনো পরিশোধের স্থান উল্লেখ না থাকে, তখন সকলের নিকট দলিলটি উপস্থাপন করিতে হইবে।

৬৫। উপস্থাপনের সময়—পরিশোধের জন্য উপস্থাপন অবশ্যই স্বাভাবিক কারবারের সময় এবং ব্যাংকারের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা—ব্যাংকিং সময় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ব্যাংকিং সময়কে বুঝাইবে।

৬৬। নির্ধারিত তারিখ বা দর্শনের পর পরিশোধের জন্য উপস্থাপন—অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল নির্ধারিত তারিখের পর সুনির্দিষ্ট সময়ে বা দর্শনান্তে (After sight) পরিশোধ্য হইলে অবশ্যই মেয়াদান্তে (At Maturity) উপস্থাপিত হইতে হইবে।

৬৭। কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অঙ্গীকারপত্র পরিশোধের জন্য উপস্থাপন—কিস্তিতে পরিশোধ্য কোনো অঙ্গীকারপত্র প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের পর তৃতীয় দিবসে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে এবং এইরূপ উপস্থাপনে পরিশোধিত না হইলে তাহা মেয়াদান্তে অপরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৮। পরিশোধ্য দলিল উপস্থাপন নির্দিষ্ট স্থানেই হইবে, অন্যত্র নহে—কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য হইবে, অন্য কোথাও নহে—এই বলিয়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত বা স্বীকৃত হইলে, উক্ত দলিলের সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষকে অভিযুক্ত করিবার জন্য উহা অবশ্যই সেই স্থানে উপস্থাপন করিতে হইবে।

৬৯। নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য দলিল—কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য—এই বলিয়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত বা স্বীকৃত হইলে, উক্ত দলিলের প্রস্তুতকারক বা আদেষ্টাকে (Drawer) অভিযুক্ত করিবার জন্য উহা অবশ্যই সেই স্থানেই উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭০। নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ না থাকিলে উপস্থাপন—কোনো অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল, এই আইনের ৬৮ ও ৬৯ ধারায় বর্ণিত বিধানমতে পরিশোধ্য না হইলে, পরিশোধের জন্য অবশ্যই দলিলে উল্লিখিত প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা বা আদিষ্টের ঠিকানায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং এইরূপ ঠিকানা উহাতে উল্লেখ না থাকিলে, ক্ষেত্রমতো, প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা বা আদিষ্টের কারবারের ঠিকানায় বা নিয়মিত বাসস্থানের ঠিকানায় (জ্ঞাত থাকিলে) পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭১। প্রস্তুতকারক ইত্যাদির কারবার বা বাসস্থান জ্ঞাত না থাকিলে উপস্থাপন—যদি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রস্তুতকারক, আদিষ্ট (Drawee) বা স্বীকৃতিদাতার কোনো জ্ঞাত কারবারের স্থান বা বাসস্থান না থাকে অথবা দলিলে, পরিশোধ বা স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপিত হইবে এইরূপ অন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ না থাকিলে তাহাকে যে স্থানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানেই পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারা এবং ধারা ৬৮ ও ৬৯-এ 'নির্দিষ্ট স্থান' অর্থ, চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্তভাবে বর্ণিত সেই স্থানকে বুঝাইবে যেখানে একজন ব্যক্তি দলিলটি উপস্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন।

৭১ক। কীভাবে বৈধ উপস্থাপন করিতে হয় এবং উপস্থাপনের পদ্ধতি—(১) বৈধভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মূল কপির পরিবর্তে উহার ইলেকট্রনিক কপি কিংবা সত্যায়িত কপি ব্যক্তিগতভাবে বা

রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বা অন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতিতে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করা হইলে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এইরূপ প্রদানের পর, এহেন দাবি পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি চাহিলে ধারক তাহার কারবার চলাকালে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মূলকপি পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিবে; যদি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে ধারক তাহা দেখাইতে ব্যর্থ হয়, সেই ক্ষেত্রে উপস্থাপন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭২। আদেষ্টাকে অভিযুক্ত করিবার জন্য চেক উপস্থাপন—এই আইনের ধারা ৮৪-এর বিধানাবলি-সাপেক্ষে আদেষ্টাকে অভিযুক্ত করিবার জন্য একটি চেক, যে ব্যাংকের উপর আদিষ্ট হইয়াছে, আদেষ্টার সহিত সেই ব্যাংকের সম্পর্ক আদেষ্টার প্রতিকূলে যাইবার পূর্বেই উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭৩। অন্য কোনো ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে চেক উপস্থাপন—আদেষ্টা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিবার জন্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক চেকটি প্রদানের পর যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭৪। চাহিবামাত্র পরিশোধ্য দলিলের উপস্থাপন—এই আইনের ধারা ৩১-এর বিধানাবলি-সাপেক্ষে ধারক কর্তৃক কোনো চাহিবামাত্র পরিশোধ্য হস্তান্তরযোগ্য দলিল গ্রহণের পর তাহা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭৫। কোনো ব্যক্তির কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধি বা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা এর নিকট উপস্থাপন—ক্ষেত্র বিশেষে আদিষ্ট, প্রস্তুতকারক বা স্বীকৃতিদাতার যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট অথবা যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট, প্রস্তুতকারক বা স্বীকৃতিদাতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তাহার বৈধ প্রতিনিধি অথবা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট দলিলটি স্বীকৃতি বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

৭৫ক। স্বীকৃতি বা পরিশোধের নিমিত্তে বিলম্বে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছাড়—স্বীকৃতি বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব গ্রাহ্য হইবে যদি তাহা ধারকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত এবং তাহার অক্ষমতা, অসদাচরণ বা অবহেলা হইতে উদ্ভূত না হয় এবং যেই ক্ষেত্রে বিলম্বের অবসান হয়, সেই ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে অবশ্যই তাহা উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭৬। যেই ক্ষেত্রে উপস্থাপন নিষ্প্রয়োজন—নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহে পরিশোধের জন্য দলিল উপস্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই এবং উপস্থাপন করিবার নির্ধারিত তারিখে তাহা প্রত্যাখ্যাত বলিয়া গণ্য হইবে—

(ক) যদি প্রস্তুতকারক, আদিষ্ট (Drawee) বা স্বীকৃতিদাতা ইচ্ছাকৃতভাবে দলিলটি উপস্থাপনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন; অথবা

দলিলটি তাহার ব্যবসায়ের যেই স্থানে পরিশোধ্য, তিনি সেই স্থানটি কারবারের দিনে ও কারবারের সময় বন্ধ রাখেন; অথবা

দলিলটি অন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য হইলে সেই স্থানে তিনি বা তাহার প্রতিনিধি স্বাভাবিক কারবারের সময় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

যেই ক্ষেত্রে দলিলটি নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য না হয়, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া না যায়;

(খ) কোনো পক্ষের নিকট, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় এবং তিনি উপস্থাপন না হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধ করিতে থাকেন;

(গ) কোনো পক্ষের নিকট, যদি তিনি মেয়াদ পূর্তির পর, দলিলটি উপস্থাপন করা হয় নাই জানিয়া -

দলিলে উল্লিখিত পাওনা আংশিক পরিশোধ করেন, অথবা

উল্লিখিত পাওনার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন; অথবা

তিনি পরিশোধের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো অক্ষমতাজনিত বিলম্বের দরুন উদ্ভূত সুবিধা ত্যাগ করেন;

(ঘ) কোনো আদেষ্টার বিরুদ্ধে, যদি এইরূপ উপস্থাপন না করিবার কারণে আদেষ্টার কোনো ক্ষতি না হয়;

(ঙ) যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট একজন কল্পিত ব্যক্তি (Fictitious Person);

DRAFT

(চ) স্বত্বার্পণকারীর (Endorser) ক্ষেত্রে, যখন কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল সেই স্বত্বার্পণকারীর উপযোজনের (Accommodation) জন্য প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত বা স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং তাহার প্রত্যাশা করিবার কারণ থাকে যে, দলিলটি উপস্থাপন করিলে পরিশোধিত হইবে না এবং

(ছ) যেই ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপের পরও এই আইনের বিধানমতে দলিল উপস্থাপন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা : কোনো ধারক হস্তান্তরযোগ্য দলিল উপস্থাপন করিবার আবশ্যকতা হইতে অব্যাহতি পাইবেন না, যদিও ধারকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে হস্তান্তরযোগ্য দলিলটি উপস্থাপন করিবার পর তাহা প্রত্যাখ্যাত হইবে।

৭৭। উপস্থাপিত বিলের অবহেলাজনিত কার্যকরণে ব্যাংকারের দায়—স্বীকৃত বিনিময় বিল নির্দিষ্ট ব্যাংকে পরিশোধের জন্য উপস্থাপনের পর প্রত্যাখ্যাত হইলে, যদি ব্যাংকারের অবহেলাজনিত কিংবা অনুপযুক্ত রক্ষণ, কার্যকরণ কিংবা ফেরত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিলের ধারক কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে ব্যাংকার উক্ত ধারককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিশোধ এবং সুদ

৭৮। কোন ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে—এই আইনের ৮২ ধারার দফা (গ)-এর বিধানমতে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের পাওনা টাকা প্রস্তুতকারক বা স্বীকৃতিদাতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য দলিলের ধারককে পরিশোধ করিতে হইবে।

৭৯। সুদের হার যেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নহে—দেনাদারগণের অব্যাহতি বিষয়ে প্রচলিত কোনো আইনের বিধানসাপেক্ষে এবং ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৪ ধারাকে কোনোভাবে খর্ব না করিয়া—

(ক) যখন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের সুদ পরিশোধের হার নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে এবং কখন হইতে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে তাহার কোনো নির্ধারিত তারিখ উল্লেখ না থাকে, সেই ক্ষেত্রে মূল টাকার উপর নির্ধারিত হারে, অঙ্গীকারপত্রের তারিখ হইতে বা বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে যেই তারিখে পরিশোধ্য সেই তারিখ হইতে সুদ গণনাপূর্বক সেই তারিখ পর্যন্ত উহা উসুল করিতে হইবে, যতদিন পর্যন্ত না তাহা পরিশোধিত বা আদায় হয় অথবা তাহা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হয়;

(খ) সুদ বা উহার নির্দিষ্ট হার সম্পর্কে অঙ্গীকারপত্রে বা বিনিময় বিলে কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, সুদ-সম্পর্কিত দলিলভুক্ত পক্ষগণের মধ্যে কোনো পূর্ববর্তী আনুষঙ্গিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও অঙ্গীকারপত্রের তারিখ হইতে বা বিনিময় বিলের তারিখ হইতে বাৎসরিক শতকরা ৬ টাকা হারে দলিলের মূল টাকার উপর সুদ, যতদিন পর্যন্ত না উক্ত পরিমাণ টাকা পরিশোধ বা আদায় বা তাহার জন্য মামলা দায়ের করা হয়, ততদিন পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদ আদায় করা যাইবে।

৮০। সুদের হার যখন সুনির্দিষ্ট নহে সেই ক্ষেত্রে সুদ—যখন দলিলে সুদের হার লিখিত না থাকে, সেই ক্ষেত্রে দলিলভুক্ত পক্ষগণের মাঝে সুদ-সম্পর্কিত চুক্তিতে যাহাই থাকুক না কেন, দলিলে উল্লিখিত অর্থের সুদ, অভিযুক্ত কর্তৃক পাওনা পরিশোধের তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া মুল্যজ্ঞাপক প্রস্তাবের তারিখ বা পরিশোধের তারিখ বা পাওনা উসুলের জন্য দাখিলি মোকদ্দমায় আদালত যেরূপ নির্দেশ দেন সেই তারিখ পর্যন্ত, শতকরা বাৎসরিক ছয় টাকা হারে গণনা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : যেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত পক্ষ পরিশোধের ব্যর্থতার দরুন প্রত্যাখ্যাত দলিলের স্বত্বার্পণকারী হন, সেই ক্ষেত্রে তিনি দলিলটি প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রাপ্তির পর হইতে সুদ পরিশোধের জন্য দায়ী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৮১। পরিশোধের জন্য প্রদান বা হারানোর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ—(১) অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের পাওনা অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি যিনি ধারক কর্তৃক পরিশোধের জন্য আবেদিত হইয়াছেন, তাহার এই অধিকার রহিয়াছে যে, তিনি পরিশোধের পূর্বে দলিলটি দেখিবেন এবং পরিশোধের পর দলিলটি গ্রহণ করিবেন অথবা দলিলটি হারাইয়া গেলে বা উপস্থাপন করা সম্ভব না হইলে তিনি দলিলটির উপর যে-কোনো পুনঃদাবি হইতে সুরক্ষিত থাকিবেন।

(২) যেই ক্ষেত্রে চেকটি ট্রাংকেটেড চেকের ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ, সেই ক্ষেত্রে পরিশোধের পরও চেকের অর্থ গ্রহণকারী ব্যাংক উহা নিজের কাছে রাখিবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ট্রাংকেটেড চেকের ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ মুদ্রণের পর উহার পাদদেশে দলিলের অর্থ পরিশোধকারী ব্যাংকার কর্তৃক প্রদত্ত সত্যায়ন (Certified) উক্ত পরিশোধের প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

DRAFT

সপ্তম অধ্যায়

অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক হইতে দায়মুক্তি

৮২। দায় হইতে অব্যাহতি—কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) বা স্বত্বার্পণকারী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন—

(ক) ধারক বা তাহার অধীন সকল দাবিদারের প্রতি তাহার দায় হইতে, যদি ধারক অব্যাহতি দানের উদ্দেশ্যে কোনো স্বত্বার্পণকারীর বা স্বীকৃতিদাতার নাম বাতিল করেন;

(খ) ধারক বা তাহার অধীন সকল অবগত স্বত্বাধিকারীর প্রতি তাহার দায় হইতে, যদি ধারক অন্য কোনো প্রকারে প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারীকে অব্যাহতি দান করেন;

(গ) সকল পক্ষের প্রতি তাহার দায় হইতে, যদি দলিলটি বাহককে পরিশোধ্য হইয়া থাকে কিংবা শূন্য স্বত্বার্পণ হইয়া থাকে এবং প্রস্তুতকারক, স্বত্বার্পণকারী বা স্বীকৃতিদাতা তাহাতে বর্ণিত অর্থ যথাবিহিত পরিশোধ (Payment in due course) করিয়া থাকেন।

৮৩। আদিষ্টকে স্বীকৃতির জন্য ৪৮ ঘণ্টার অধিক সময়—বিনিময় বিলের ধারক আদিষ্টকে (Drawee) তাহার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত ৪৮ ঘণ্টার অধিক সময় অনুমোদন করিয়া থাকিলে পূর্ববর্তী সকল পক্ষ যাহারা এই অতিরিক্ত সময় গ্রহণে সম্মত হন নাই, তাহারা ধারকের প্রতি তাহাদের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

৮৪। যেই ক্ষেত্রে চেক যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় নাই এবং তাহা দ্বারা আদেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে—(১) একটি চেক ইস্যুর পর উহা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন না করা হইলে, যদি আদেষ্টা অথবা যাহার হিসাবে চেকটি আদিষ্ট হইয়াছে তিনি বিলম্বের দরুন প্রকৃত ক্ষতির শিকার হন এবং যদি এমন হয় যে, সময়মতো উপস্থাপিত হইলে চেকটি পরিশোধিত হইত, তাহা হইলে আদেষ্টা বা যাহার হিসাবে চেকটি আদিষ্ট হইয়াছে, তিনি উক্ত ক্ষতির দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন, চেকটি পরিশোধিত হইলে ব্যাংকের জমাকারী হিসাবে তাহার যত ক্ষতি হইত, তাহার চেয়ে বেশি ক্ষতির জন্য।

(২) যুক্তিসংগত সময় নিরূপণের ক্ষেত্রে দলিলের প্রকৃতি, কারবার ও ব্যাংকের নিয়মনীতি এবং ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচিত হইয়া থাকে।

(৩) যে চেকের আদেষ্টা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছেন, সেই চেকের ধারক, আদেষ্টা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যাংকের নিকট অব্যাহতিপ্রাপ্ত অর্থের সীমা পর্যন্ত পাওনাদার হিসাবে বজায় থাকিবেন এবং উক্ত অর্থ ব্যাংকারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' ১০০০.০০ টাকার একটি চেক আদেশ করেন এবং যখন চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা উচিত ছিল তখন ব্যাংকের তাহা মিটাইবার জন্য তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল; কিন্তু উপস্থাপনের পর চেক-এর টাকা পরিশোধে ব্যাংক ব্যর্থ হয়; উক্ত দায় হইতে চেকের আদেষ্টা অব্যাহতি পাইবেন, কিন্তু ধারক চেক-এ উল্লিখিত টাকা ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রমাণসাপেক্ষে আদায় করিতে পারিবেন।

(খ) 'ক' দিনাজপুর হইতে একটি চেক চট্টগ্রামস্থ ব্যাংকের নামে আদেশ করেন এবং চেকটি সাধারণভাবে উপস্থাপনের পূর্বেই ব্যাংক তাহা পরিশোধে ব্যর্থ হয়; এই ক্ষেত্রে 'ক' ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পাইবেন, কেননা বিলম্বে উপস্থাপনের দরুন তাহার কোনো প্রকৃত ক্ষতি হয় নাই।

৮৫। আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধ্য চেক—(১) যেই ক্ষেত্রে আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধ্য কোনো চেক প্রাপক কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে স্বত্বার্পণকৃত হয়, চেকটি যথাবিহিত পরিশোধের (Payment in due course) দ্বারা আদিষ্ট দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

(২) কোনো চেক শূন্য বা পূর্ণ স্বত্বার্পণকৃত হউক বা না হউক অথবা কোনো স্বত্বার্পণ দ্বারা পরবর্তী হস্তান্তরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রিত বা বাতিল হউক বা না হউক, বাহককে পরিশোধ্য কোনো চেক-এর যথাবিহিত পরিশোধ দ্বারা আদিষ্ট বাহকের প্রতি তাহার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

৮৫ক। একটি ব্যাংকের কোনো শাখা হইতে একটি ড্রাফট আহরণের পর তাহা একই ব্যাংকের অন্য শাখার আদেশে পরিশোধ্য—কোনো ব্যাংকের কোনো শাখা কিছু পরিমাণ অর্থ, আদেশ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধের জন্য একই ব্যাংকের অন্য শাখার প্রতি একখানা আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধ্য ড্রাফ্ট সম্পাদন

করিলে এবং তাহা প্রাপক দ্বারা বা তাহার পক্ষে স্বত্বার্পণকৃত হইলে, ব্যাংক উহা যথাবিহিত পরিশোধের (Payment in due course) মাধ্যমে অব্যাহতি পাইবে।

৮৬। পক্ষগণ শর্তযুক্ত বা সীমিত স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দায় হইতে অব্যাহতিতে অসম্মত—যদি কোনো বিনিময় বিলের ধারক শর্তযুক্ত স্বীকৃতি দিয়া থাকেন বা বিলে বর্ণিত অঙ্কের একটি সীমিত পরিমাণ অংশে স্বীকৃতি দিয়া থাকেন বা বিল পরিশোধের স্থান ও সময় পরিবর্তনে স্বীকৃতি দিয়া থাকেন অথবা যেই ক্ষেত্রে আদিষ্টগণ, যাহারা কোনো অংশীদার নহেন, তাহারা সকলে স্বাক্ষর না করিলেও স্বীকৃতি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত পক্ষগণ যাহাদের অনুমতি নেওয়া হয় নাই তাহারা এইরূপ দায় হইতে মুক্ত থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধারকের দেওয়া নোটিশের মাধ্যমে তাহারা স্বীকৃতি প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যা : কোনো স্বীকৃতি তখনই শর্তযুক্ত হইবে—

(ক) যেই ক্ষেত্রে দলিলে এইরূপ শর্ত থাকে যে, দলিলের মূল্য পরিশোধের বিষয়টি কোনো ঘটনা ঘটার উপর নির্ভর করিবে।

(খ) যেই ক্ষেত্রে পরিশোধ্য অর্থের আংশিক পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়;

(গ) যেই ক্ষেত্রে আদেশে পরিশোধের সুনির্দিষ্ট স্থান উল্লেখ করা হয় নাই সেই ক্ষেত্রে ইহা সুনির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—অন্যভাবে বা অন্যত্র নহে অথবা যেখানে আদেশে পরিশোধের সুনির্দিষ্ট স্থান উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন কোনো স্থানে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—অন্যভাবে বা অন্যত্র নহে;

(ঘ) যেই ক্ষেত্রে আদেশে বর্ণিত সময় ব্যতীত অন্য সময় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

৮৭। মৌলিক পরিবর্তনের ফলাফল, স্বত্বার্পণগ্রহীতার মাধ্যমে পরিবর্তন—কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাতিল হইবে যিনি পরিবর্তনকালে দলিলটির একটি পক্ষ ছিলেন এবং উক্ত পরিবর্তনে স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই, যদি না তাহা মূল পক্ষগণের অভিন্ন উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে; এবং স্বত্বার্পিত ব্যক্তি (Endorse) কর্তৃক এইরূপ পরিবর্তন স্পত্বার্পণকারীকে দলিলের পণ-সম্পর্কিত যাবতীয় দায় হইতে মুক্ত করিয়া দেয়।

এই ধারার বিধানাবলি ধারা ২০, ৪৯, ৮৬ এবং ১২৫-এর বিধানসাপেক্ষ হইবে।

৮৮। পূর্বোক্ত পরিবর্তনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্বীকৃতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারী দায়বদ্ধ থাকিবেন—দলিলের পূর্বোক্ত পরিবর্তনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলে একজন স্বীকৃতিদাতা (Acceptor) অথবা সত্বার্পণকারী তাহার নিজ নিজ স্বীকৃতি বা স্বত্বার্পণ দ্বারা দায়বদ্ধ থাকিবেন।

৮৯। রদবদল দৃশ্যমান নহে এমন দলিলের অর্থ পরিশোধ—(১) কখনো একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে মৌলিক রদবদল সাধন করা হইলে কিন্তু সাধারণ চোখে উহা ধরা না পড়িলে, বা যদি একটি চেক পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে কিন্তু উহার ক্রসিং সাধারণ চোখে দৃষ্টিগত হয় না বা পূর্বেকার ক্রসিং মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, তখন যদি কোনো ব্যক্তি বা পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ ব্যাংকার উহা যথাবিধি পরিশোধ করেন, সেই ক্ষেত্রে তাহারা উক্ত দলিলের পরিশোধ হইতে দায়মুক্ত হইবেন এবং দলিলে পরিবর্তন কিংবা চেকের ক্রসিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ পরিশোধের জন্য তাহাদেরকে দায়ী করা যাইবে না।

(২) চেকটি ট্রাংকেটেড চেকের ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ হইলে, এইরূপ ট্রাংকেটেড চেকে আপাত অবস্থায় কোনো পার্থক্য মৌলিক রদবদল হিসাবে গণ্য হইবে এবং প্রতিরূপটি ট্রাংকেটিং ও স্থানান্তরের সময় ইহার আপাত অবস্থার সত্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব ব্যাংক বা ক্লিয়ারিং হাউজ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ইহার উপর বর্তাইবে।

(৩) ট্রাংকেটেড চেকের প্রেরিত এবং গৃহীত ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ একই কি না তাহা গ্রহণকারী ব্যাংক বা ক্লিয়ারিং হাউজ যাচাই করিবে।

৯০। স্বীকৃতিদাতার হাতের বিলের কার্যক্রমাধিকারের অব্যাহতি—(১) একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলে আদেষ্টা, প্রস্তুতকারক, স্বীকৃতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারী দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন যখন দায়ী ব্যক্তি প্রধান দেনাদার হিসাবে দলিল মেয়াদ পূর্তির সময় বা পরে দলিলটির ধারক হন।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোনো ধারক ধারা ৩৯-এ উল্লিখিত প্রকৃতির কোনো স্বীকৃতিদাতার সহিত চুক্তিবদ্ধ হন তখন অন্যান্য পক্ষ তাহাদের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, যদি না তাহাদের প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করিবার বিষয়ে ধারকের অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

DRAFT

অষ্টম অধ্যায়

প্রত্যাখ্যানের নোটিশ

৯১। অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের দ্বারা প্রত্যাখ্যান—কোনো বিনিময় বিল সেই ক্ষেত্রেই অস্বীকৃতির দরুন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট (Drawee) অথবা অংশীদার নহে এমন অনেক আদিষ্টের মধ্যে একজন সংগতভাবে বিলে স্বীকৃতি দান করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও স্বীকৃতি প্রদান করিতে ব্যর্থ হন অথবা যখন উপস্থাপনে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং বিলটিতে অস্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট চুক্তি করিতে অনুপযুক্ত বা স্বীকৃতিটি শর্তযুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে বিলটি প্রত্যাখ্যাত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

৯২। পরিশোধ না করিবার দরুন প্রত্যাখান—একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেককে তখনই অপরিশোধের দরুন প্রত্যাখ্যাত বলা হইবে যেই ক্ষেত্রে অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারক, বিলের স্বীকৃতি দাতা বা চেকের আদিষ্ট সংগতভাবে পরিশোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন।

৯৩। কাহার দ্বারা কাহাকে নোটিশ দেওয়া উচিত—যেই ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক অস্বীকৃতি বা অপরিশোধের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে তাহার ধারক অথবা এই বিষয়ে দায়ী কোনো পক্ষ, দলিলটি প্রত্যাখ্যাত হইবার নোটিশ প্রদান করিবেন ঐ সকল পক্ষকে যাহাদের তিনি পৃথকভাবে দায়ী করিতে চান অথবা ঐ সকল পক্ষগণের মধ্যে একজনকে যাহাদের তিনি যৌথভাবে দায়ী করিতে চান।

যখন একটি বিনিময় বিল অস্বীকৃতির দরুন প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন উহার আদেষ্টা বা স্বত্বার্পণকারীকে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান না করিলে তাহারা দায়মুক্ত হইবেন; কিন্তু এইরূপ নোটিশ প্রদানের অবহেলার পরবর্তী কোনো যথাবিহিত ধারকের অধিকার এই অবহেলা দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না।

যখন একটি বিনিময় বিল অস্বীকৃতির দরুন প্রত্যাখ্যাত হয় এবং উহার প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদত্ত হয়, পরবর্তীকালে অপরিশোধের জন্য প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন নাই, যদি না বিলটি তন্মধ্যে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

এই ধারার কোনো কিছুই প্রত্যাখ্যাত অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারককে কিংবা প্রত্যাখ্যাত বিনিময় বিল বা চেকের আদিষ্ট (Drawee) বা স্বীকৃতিদাতার প্রতি নোটিশ প্রদান করাকে অপরিহার্য করে না।

৯৪। যে পদ্ধতিতে নোটিশপ্রদান করিতে হইবে—নোটিশ প্রদান করা দরকার এমন ব্যক্তির যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট, অথবা উক্ত ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার আইনগত প্রতিনিধি, অথবা তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার স্বত্বনিয়োগী (Assignee)-এর অনুকূলে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; উক্ত নোটিশ মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে, লিখিত হইলে তাহা ডাকযোগে প্রেরিত হইবে এবং তাহা যে-কোনোভাবে হইতে পারে; তবে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবশ্যই অবগত করিতে হইবে যে দলিলটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এবং যাহাকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তিনি দলিলের জন্য কীভাবে তাহার উপর দায়বদ্ধ হইবেন; প্রত্যাখানের পরে দলিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে কারবারের স্থানে বা (কারবারের স্থান না থাকিলে) তাহার বাসস্থানে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ পাঠাইতে হইবে।

নোটিশটি যথাযথভাবে নির্দেশিত এবং ডাকযোগে পাঠানো হইলে, তাহা যদি প্রাপকের নিকট না পৌঁছায় সেই ক্ষেত্রে নোটিশটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯৫। প্রত্যাখ্যানের নোটিশপ্রাপ্ত পক্ষ অবশ্যই উক্ত তথ্য প্রেরণ করিবেন—দলিলের যে-কোনো পক্ষ প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রাপ্ত হইলে, তিনি যদি পূর্ববর্তী কোনো পক্ষকে তাহার প্রতি দায়বদ্ধ করিতে চান, তবে অবশ্যই যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ঐ পক্ষের প্রতি নোটিশ প্রেরণ করিবেন, যদি না সেই পক্ষ ভিন্নভাবে ধারা ৯৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নোটিশ পাইয়া থাকে।

৯৬। উপস্থাপনের জন্য প্রতিনিধি—দলিলটি প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থাপনের জন্য জমা দেওয়া হইলে, প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকর্তাকে নোটিশ প্রদান করিতে এইরূপ সময় পাইবেন যেন তিনিই উক্ত দলিলটির ধারক এবং নিয়োগকর্তাও দলিলের পক্ষসমূহকে প্রত্যাখানের নোটিশ দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরূপ সময় পাইবেন।

৯৭। যাহার নিকট নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি মৃত হইলে—যে পক্ষকে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি মৃত হইলে এবং নোটিশ পাঠাইবার সময় প্রেরক পক্ষ তাহার মৃত্যুর বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিলে, নোটিশটি যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

৯৮। যেই ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই—কোনো প্রত্যাখ্যানের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নাই—

(ক) যখন প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রাপ্তির অধিকারী পক্ষ এই অধিকার ত্যাগ করেন;

(খ) আদেষ্টা যখন পরিশোধ রদ করেন তখন তাহাকে অভিযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে;

(গ) অভিযুক্ত পক্ষ যখন নোটিশের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না;

(ঘ) যে পক্ষকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে, যদি তাহাকে যথাযথ অনুসন্ধান করিবার পরও খুঁজিয়া পাওয়া না যায় অথবা যদি নোটিশ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি তাহার ত্রুটি নহে এইরূপ অন্য কোনো কারণবশত নোটিশ প্রদান করিতে অসমর্থ হয়;

(ঙ) যখন দলিলের স্বীকৃতিদাতা নিজেই একজন আদেষ্টা, তখন আদেষ্টাগণকে অভিযুক্ত করিবার জন্য;

(চ) অঙ্গীকারপত্রটি হস্তান্তরযোগ্য না হইলে; এবং

(ছ) যে পক্ষকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে সেই পক্ষ যদি প্রত্যাখ্যানের পর সমুদয় ঘটনা জ্ঞাত হইয়া নিঃশর্তে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন।

নবম অধ্যায়

লিপিবদ্ধকরণ ও আপত্তি

৯৯। লিপিবদ্ধকরণ—অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল অস্বীকৃতি বা অপরিশোধের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইলে উহার ধারক প্রত্যাখ্যানের কারণ নোটারি পাবলিক দ্বারা দলিলের উপর অথবা তাহার সহিত সংযুক্ত পৃথক এক টুকরা কাগজে অথবা উভয় অংশের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া নিতে পারিবেন।

এই লিপিবদ্ধকরণ প্রত্যাখ্যানের যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে করাইয়া নিতে হইবে এবং তাহাতে কোন তারিখে, কী কারণে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে অথবা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সুস্পষ্ট না হইলে ধারক কেন উহাকে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করেন তাহা এবং নোটারি চার্জ-এর পরিমাণ উল্লেখ করিবেন।

১০০। আপত্তি—অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল অস্বীকৃতি বা অপরিশোধের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকিলে উহার ধারক যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নোটারি পাবলিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করাইয়া নিয়া প্রমাণস্বরূপ উহার একটি সনদ গ্রহণ করিবেন এবং এইরূপ সনদকে আপত্তি বলা হইবে।

উন্নততর জামানত হিসাবে আপত্তি—বিনিময় বিলের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে উহার স্বীকৃতিদাতা দেউলিয়া হইলে, কিংবা তাহার আর্থিক সংগতি সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের উদ্রেক হইলে, ধারক যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে স্বীকৃতিদাতার নিকট হইতে উন্নততর জামানত দাবি করিতে পারিবেন এবং উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যাত হইলে ধারক উপরিউক্ত নিয়মে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করাইয়া প্রমাণস্বরূপ উহার একটি সনদ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ সনদকে উন্নততর জামানতের জন্য আপত্তি বলা হইবে।

১০১। আপত্তির বিষয়সমূহ—ধারা ১০০ অনুযায়ী আপত্তিতে যাহা থাকিতে হইবে—

(ক) মূল দলিলটি কিংবা উহার এবং উহার উপর লিখিত বা মুদ্রিত সমুদয় বিষয়ের অবিকল প্রতিলিপি;

(খ) যে ব্যক্তির অনুকূলে এবং যে ব্যক্তির প্রতিকূলে আপত্তি প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের নাম;

(গ) নোটারি পাবলিক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে পরিশোধ বা স্বীকৃতি, অথবা ক্ষেত্রমতো, উন্নততর জামানত দাবি করা হইয়াছে, এই মর্মে একটি বিবৃতি; উক্ত দাবির বিষয়ে তাহার উত্তরের বিষয়বস্তু অথবা তাহার কোনো উত্তর পাওয়া না গেলে কিংবা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে, এই মর্মে একটি বিবৃতি;

(ঘ) অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রত্যাখ্যানের স্থান ও সময় এবং উন্নততর জামানতের দাবি অস্বীকারের ক্ষেত্রে অস্বীকারের স্থান ও সময়;

(ঙ) যে নোটারি পাবলিক আপত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার স্বাক্ষর;

(চ) সম্মানার্থে স্বীকৃতি বা সম্মানার্থে পরিশোধের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দ্বারা, যাহাদের অনুকূলে ঐ স্বীকৃতি বা পরিশোধ করা হইয়াছে তাহাদের নাম এবং যে পদ্ধতিতে তাহা প্রস্তাবিত এবং কার্যকর করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা।

উপরে (গ) দফায় বর্ণিত দাবি নোটারি পাবলিক স্বয়ং বা তাহার করণিক বা চুক্তিবলে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি দ্বারা বা প্রচলিত রীতি দ্বারা, রেজিস্ট্রিপত্র মারফত করিতে পারিবেন।

১০২। আপত্তির নোটিশ—অঙ্গীকারপত্র কিংবা বিনিময় বিলে আইনগতভাবে আপত্তি প্রদান করা বাধ্যকতামূলক হইলে, প্রত্যাখ্যানের নোটিশের পরিবর্তে, যেভাবে ও যে শর্তে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান করা হয় ঠিক সেইভাবে, অবশ্যই আপত্তির নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; তবে যে নোটারি পাবলিক আপত্তিটি প্রস্তুত করিয়াছেন তিনিও নোটিশটি প্রদান করিতে পারিবেন।

১০৩। অস্বীকৃতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অপরিশোধের জন্য আপত্তি—সকল বিনিময় বিল, যেগুলি আদিষ্টের বাসস্থান ব্যতীত, অন্য কোনো স্থানে পরিশোধ্য থাকে এবং যেগুলি অস্বীকৃতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে, সেইগুলি পুনরায় আদিষ্টের কাছে উপস্থাপন না করিয়া, পূর্বেই বা মেয়াদ পূর্তিতে দলিলে উল্লিখিত পরিশোধের স্থানে উক্ত অপরিশোধের জন্য আপত্তি প্রদান করা যাইতে পারে।

১০৪। বৈদেশিক বিলের আপত্তি প্রমাণ—বৈদেশিক বিনিময় বিল যে দেশে প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই দেশের আইনানুযায়ী আপত্তি প্রদান আবশ্যক হইলে, অবশ্যই তাহাতে আপত্তি প্রদান করিতে হইবে।

১০৪ক। কখন লিপিবদ্ধকরণ প্রমাণের সমতুল্য—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো বিনিময় বিল বা অঙ্গীকারপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই আপত্তি প্রদান প্রয়োজন হইলে, উহা নির্ধারিত সময়ের বা অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই আপত্তির জন্য লিপিবদ্ধ করিলেই যথেষ্ট হইবে এবং লিপিবদ্ধকরণের তারিখের পর যে-কোনো সময়ে আনুষ্ঠানিক আপত্তি সম্পন্ন করিবার সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।

দশম অধ্যায়

যুক্তিসংগত সময়

১০৫। যুক্তিসংগত সময়—বিনিময়যোগ্য দলিলের স্বীকৃতির বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপন, প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান এবং লিপিবদ্ধ করিবার যুক্তিসংগত সময় কী হইবে তাহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দলিলের প্রকৃতি বিবেচনা করিতে হইবে এবং সমরূপ দলিলের স্বাভাবিক লেনদেনের নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করিবে এবং এইরূপ সময় গণনার ক্ষেত্রে সরকারি ছুটির দিনগুলি বাদ দিতে হইবে।

১০৬। প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদানের যুক্তিসংগত সময়—প্রত্যাখ্যানের নোটিশ যাহাকে দেওয়া হইবে তিনি এবং ধারক যদি ক্ষেত্রমতো ভিন্ন স্থানে কারবার বা বসবাস করিয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রে নোটিশটি প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী দিনে বা পরবর্তী ডাকে গন্তব্যস্থানে পাঠাইলে, উহা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

যদি উপরিউক্ত পক্ষগণের কারবারের স্থান বা বাসস্থান একই হয়, তবে প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী দিনে গন্তব্যে পৌঁছার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ পাঠাইলে, উহা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

১০৭। এইরূপ নোটিশ প্রেরণের যুক্তিসংগত সময়—প্রত্যাখ্যানের নোটিশপ্রাপ্ত পক্ষ তাহার পূর্বতন পক্ষের বিরুদ্ধে তাহার অধিকার কার্যকর করিতে চাহিলে ধারক হিসাবে যে সময়ে তিনি নোটিশটি প্রেরণ করিয়া থাকিতেন সেই সময়ের মধ্যে তাহা প্রেরণ করিলে, উহা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যেই প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

একাদশ অধ্যায়

সম্মানার্থে স্বীকৃতি ও পরিশোধ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশ দান

১০৮। সম্মানার্থে স্বীকৃতি—কোনো বিনিময় বিল অস্বীকৃতির ফলে বা অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য লিপিবদ্ধ বা আপত্তি প্রদান করা হইলে, উক্ত বিলের জন্য দায়বদ্ধ নহেন এমন কোনো ব্যক্তি, ধারকের স্বীকৃতিক্রমে যে-কোনো পক্ষের সম্মানার্থে উক্ত বিলের উপর লিখিয়া উহাতে তাহার স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১০৯। সম্মানার্থে স্বীকৃতি কীভাবে প্রদান করিতে হইবে—সম্মানার্থে স্বীকৃতি প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে স্বীয় হস্তে বিনিময় বিলের উপর লিখিয়া ঘোষণা করিতে হইবে যে, তিনি আদেষ্টার বা তাহার দ্বারা উল্লিখিত অপর কোনো স্বত্বার্পণকারীর (Endorser) সম্মানার্থে বা সর্বজনীন সম্মানার্থে আপত্তিকৃত বিলে স্বীকৃতি প্রদান করিতেছেন।

১১০। কাহার সম্মানার্থে স্বীকৃতি তাহা উল্লেখ ব্যতীত—কাহার সম্মানার্থে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ না থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহা আদেষ্টার সম্মানার্থে হইয়াছে।

১১১। সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতার দায়—আদিষ্ট বিনিময় বিলের অর্থ পরিশোধ না করিলে সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতা (Acceptor), যাহার সম্মানার্থে বিলে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহার পরবর্তী প্রত্যেক পক্ষের নিকট বিল পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং এইরূপ বিল পরিশোধের জন্য সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতার কোনো ক্ষতি বা হানি ঘটিলে যাহার সম্মানার্থে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ও তাহার পূর্ববর্তী সকলপক্ষ ঐ ক্ষতি বা হানির জন্য দায়ী থাকিবেন;

তবে যদি বিলটি মেয়াদ পূর্তির পরের দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা না হয়, (অথবা ঐ বিলে স্বীকৃতিদাতা যে ঠিকানা দিয়াছেন তাহা যদি বিল পরিশোধের স্থান হইতে ভিন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রে তাহা উপস্থাপনের জন্য অগ্রবর্তী করা না হয়) তাহা হইলে সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতা উহার ধারকের নিকট দায়ী থাকিবেন না।

১১২। সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতা কখন অভিযুক্ত হইবেন—বিলের মেয়াদ পূর্তিতে পরিশোধের জন্য আদিষ্টের নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থাপন করা না হইবে এবং তাহার কর্তৃক উহা পরিশোধের অস্বীকৃতি জানানো না হইবে এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যান লিপিবদ্ধ বা আপত্তি প্রদান করা না হইবে; ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতাকে অভিযুক্ত করা যাইবে না।

১১৩। সম্মানার্থে পরিশোধ—কোনো বিনিময় বিলের অর্থ পরিশোধিত না হওয়ার কারণে লিপিবদ্ধ কিংবা আপত্তি প্রদান করা হইলে, উহা পরিশোধের জন্য দায়ী কোনো পক্ষের সম্মানার্থে যে-কোনো ব্যক্তি তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তি তাহা পরিশোধ করিবেন (অথবা ইহার পক্ষে তাহার প্রতিনিধি) তিনি পূর্বেই নোটারি পাবলিকের সম্মুখে ঘোষণা করিবেন যে, তিনি কোন পক্ষের সম্মানার্থে তাহা পরিশোধ করিয়াছেন এবং নোটারি পাবলিক কর্তৃক তাহা নথিভুক্ত হইতে হইবে।

১১৪। সম্মানার্থে পরিশোধকারীর অধিকার—অনুরূপ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ধারকের যেসকল অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি তাহা পরিশোধ করেন তাহার তদ্রূপ সকল অধিকার রহিয়াছে এবং উক্ত ব্যক্তি যাহার সম্মানার্থে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন সুদসহ তাহা এবং উহা পরিশোধে যে পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে তাহা আদায় করিয়া নিতে পারিবেন।

১১৫। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট—বিনিময় বিলে বা উহার অনুমোদনপত্রে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্টের নাম লিখা থাকিলে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ আদিষ্ট (Drawee) কর্তৃক বিলটি প্রত্যাখ্যাত না হইয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে না।

১১৬। প্রত্যাখ্যানের প্রমাণ ব্যতীত স্বীকৃতি ও পরিশোধ—পূর্বোক্ত আপত্তি ব্যতীত কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান ও অর্থ পরিশোধ করিতে পারিবেন।

DRAFT

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ

১১৭। ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিয়ম—অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ধারক বা কোনো স্বত্বার্পণকারীর নিকট দায়ী কোনো পক্ষ কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে—

(ক) দলিলে উল্লিখিত অর্থসহ উহা উপস্থাপন, লিপিবদ্ধকরণ ও আপত্তি প্রদানের প্রকৃত খরচও ধারক প্রাপ্য হইবেন;

(খ) দায়বদ্ধ ব্যক্তি দলিলে পরিশোধ্য স্থান হইতে পৃথক বা ভিন্ন স্থানে বসবাস করিলে, ধারক দুইটি স্থানের মুদ্রার বর্তমান বিনিময় হারে এইরূপ মোট অর্থ প্রাপ্য হইবেন;

(গ) পরিশোধের জন্য দায়ী কোনো স্বত্বার্পণকারী দলিলে বর্ণিত অর্থ যে তারিখে পরিশোধ করিয়াছেন সেই তারিখ হইতে দলিল উপস্থাপন বা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক রেটের তিন গুণ হারে সুদসহ প্রদত্ত অর্থ এবং প্রত্যাখ্যাত ও পরিশোধের কারণে ব্যয়িত সমুদয় খরচ ফেরত পাইবেন;

(ঘ) দায়ী ব্যক্তি ও অনুরূপ স্বত্বার্পণকারী ভিন্ন স্থানে বসবাস করিলে স্বত্বার্পণকারী দুইটি স্থানের বর্তমান বিনিময় হারে এইরূপ মোট অর্থ প্রাপ্য হইবেন;

(ঙ) ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী ব্যক্তি, তৎকর্তৃক প্রাপ্য অর্থসহ ব্যয়িত সমুদয় খরচের জন্য ক্ষতিপূরণদাতার বরাবর দর্শনমাত্র বা চাহিবামাত্র প্রদেয় বিল লিখিয়া স্বীকৃতির জন্য পাঠাইতে পারিবেন এবং এইরূপ বিলের সহিত প্রত্যাখ্যাত দলিল এবং উহার আপত্তি (যদি থাকে) যুক্ত করিতে হইবে; এইরূপ বিল প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রত্যাখ্যানকারীপক্ষ মূল বিলের ন্যায় প্রত্যাখ্যাত বিলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়ী হইবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাক্ষ্যের বিশেষ নিয়মসমূহ

১১৮। হস্তান্তরযোগ্য দলিল-সম্পর্কিত অনুমিতি (ক) প্রতিদান-সম্পর্কিত; (খ) তারিখ-সম্পর্কিত; (গ) স্বীকৃতির সময়; (ঘ) হস্তান্তরের সময়; (ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; (চ) স্ট্যাম্প সম্পর্কিত; (ছ) ধারক, যথাবিহিত ধারক—ভিন্ন কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হস্তান্তরযোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে—

(ক) প্রত্যেকটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল পণের বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয় এবং উহা যখন স্বীকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই স্বীকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;

(খ) প্রতিটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল উল্লিখিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;

(গ) প্রতিটি স্বীকৃত বিনিময় বিল উহাতে উল্লিখিত তারিখের পর এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছে;

(ঘ) হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;

(ঙ) প্রতিটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;

(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;

(ছ) হস্তান্তরযোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহিত ধারক :

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা স্বীকৃতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনি পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেই ক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথাবিহিত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।

১১৯। প্রত্যাখ্যাতের সাক্ষ্য প্রমাণে অনুমিত—প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এমন হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মামলায়, আদালত প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি, আপত্তি প্রমাণসাপেক্ষে, ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইবেন, যদি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত কারণটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১২০। দলিলের মূল বৈধতা অস্বীকারে বাধা—যথাবিহিত ধারক কোনো দলিলের বিষয়ে মামলা দায়ের করিলে, ঐ দলিল অঙ্গীকারপত্র হইলে উহার প্রস্তুতকারক এবং বিনিময় বিল বা চেক হইলে উহার আদেশকারী, কেবল বিনিময় বিল হইলে উহার সম্মানার্থে স্বীকৃতিদাতা প্রথমে যেভাবে দলিলটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল উহার বৈধতা আদালতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

১২১। প্রাপকের স্বত্বার্পণ করিবার সামর্থ্য অস্বীকারে বাধা—কোনো অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারক এবং কোনো বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতা, যথাবিহিত ধারক কর্তৃক আনীত মামলায়, অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল স্বত্বার্পণের তারিখে প্রাপকের যোগ্যতা ছিল না, এই অজুহাতে দলিলের বৈধতা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

১২২। স্বাক্ষর বা পূর্বতন পক্ষের যোগ্যতা অস্বীকারে বাধা—হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন স্বত্বার্পণকারী, পরবর্তী ধারক কর্তৃক আনীত মামলায়, দলিলের পূর্বতন কোনো পক্ষের স্বাক্ষর বা চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতাকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

চতুর্দশ অধ্যায়

চেক-সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলি

১২২ক। ব্যাংকারের কর্তৃত্ব প্রত্যাহার—গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকারের উপর লিখিত চেক পরিশোধে ব্যাংকারের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিম্নরূপে নিরূপিত হয়—

(১) পরিশোধ আদেশ প্রত্যাহার;

(২) গ্রাহকের মৃত্যুর সংবাদ;

(৩) একজন গ্রাহকের দেউলিয়া সাব্যস্ত হইবার নোটিশ;

(৪) একজন গ্রাহকের মানসিক ভারসাম্যহীনতার নোটিশ।

১২৩। সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেক—যেই ক্ষেত্রে একটি চেকের উপর তীর্যক (Transverse) দুইটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে 'অ্যান্ড কোম্পানি' (and Company) বা এর কোনো সংক্ষিপ্তরূপ থাকে বা 'হস্তান্তরযোগ্য নহে' (not negiotiable) শব্দগুলোসহ বা ব্যতীত তীর্যকভাবে অঙ্কিত দুইটি সাধারণ সমান্তরাল রেখা সংযোজন করা হয়, সেই সংযোজনটি রেখাঙ্কন এবং চেকটি সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেক বলিয়া গণ্য হইবে।

১২৩ক। 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' রেখাঙ্কিত চেক—(১) যেই ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত একটি চেকের উপর তীর্যকভাবে (Transverse) অঙ্কিত দুইটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' শব্দগুলো সংযোজন করা হয় সেই ক্ষেত্রে চেকটিকে সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেক বলার পাশাপাশি 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' রেখাঙ্কিত চেক বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।

(২) যখন একটি চেককে 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' হিসাবে রেখাঙ্কিত করা হয়, তখন—

(ক) ইহার হস্তান্তরযোগ্যতা রহিত হয়; এবং

(খ) চেকের অর্থ সংগ্রহ করিয়া শুধুমাত্র চেকে উল্লিখিত প্রাপকের হিসাবে জমা করা চেকের অর্থ সংগ্রাহক ব্যাংকারের দায়িত্ব।

১২৪। বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেক—যেই ক্ষেত্রে একটি চেকের উপর 'হস্তান্তরযোগ্য নয়' (Not negotiable) শব্দগুলোসহ বা ব্যতিরেকে একটি ব্যাংকের নাম সংযোজন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে সেই সংযোজনটি রেখাঙ্কন, এবং চেকটি বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত এবং চেকটি সেই ব্যাংকের উপর রেখাঙ্কিত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১২৫। লেখার পর রেখাঙ্কন—যেই ক্ষেত্রে একটি চেক রেখাঙ্কিত থাকে না, সেই ক্ষেত্রে ধারক উহাকে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।

যেই ক্ষেত্রে একটি চেক সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে ধারক উহাকে বিশেষভাবে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।

যেই ক্ষেত্রে একটি চেক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে ধারক উহাতে 'হস্তান্তরযোগ্য নহে' শব্দগুলো সংযোজন করিতে পারিবেন।

যেই ক্ষেত্রে একটি চেক বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে আদায়ের উদ্দেশ্যে রেখাঙ্কিত ব্যাংকার এটিকে পুনরায় অন্য একজন ব্যাংকার বা তাহার প্রতিনিধির অনুকূলে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।

যখন রেখাঙ্কনবিহীন বা সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত একটি চেক আদায়ের উদ্দেশ্যে একজন ব্যাংকারের নিকট প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি উহাকে নিজের অনুকূলে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।

১২৫ক। চেকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রেখাঙ্কন—এই আইন দ্বারা অনুমোদিত রেখাঙ্কন চেকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ; এই আইনের অনুমোদিত উপায় ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো চেকের রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা বা যুক্ত করা বা পরিবর্তন সাধন করা আইনসংগত হইবে না।

DRAFT

১২৬। সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ প্রদান—যেই ক্ষেত্রে একটি চেক সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যাংকারের উপর চেকটি আদিষ্ট (Drawee) হয় তিনি অন্য একজন ব্যাংকার ভিন্ন অন্য কাউকে উক্ত চেকের অর্থ প্রদান করিবেন না।

বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ প্রদান—যেই ক্ষেত্রে একটি চেক বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যাংকারের উপর চেকটি আদিষ্ট হয় সেই ব্যাংকার যে ব্যাংকারের অনুকূলে চেকটি রেখাঙ্কিত, তাকে বা তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাউকে উক্ত চেকের অর্থ প্রদান করিবেন না।

১২৭। একাধিকবার বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ প্রদান—যেই ক্ষেত্রে আদায়ের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধির অনুকূলে রেখাঙ্কন ব্যতীত একটি চেক একাধিক ব্যাংকারের অনুকূলে রেখাঙ্কিত হয়, সেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যাংকার উহার অর্থ প্রদানে অস্বীকার করিবেন।

১২৮। রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ—যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যাংকের নিকট রেখাঙ্কিত চেক উপস্থাপিত হইলে ব্যাংকটি সরল বিশ্বাসে ও অবহেলা ব্যতীত সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ কোনো ব্যাংককে এবং বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ রেখাঙ্কিত ব্যাংকে বা আদায়ের জন্য প্রতিনিধিকে পরিশোধ করেন, সেই ক্ষেত্রে যদি চেকের অর্থ উহার প্রকৃত মালিককে পরিশোধিত হইত এবং প্রকৃত মালিক কর্তৃক গৃহীত হইত, তাহা হইলে তাহারা যে অধিকার প্রাপ্ত হইতেন এবং যে স্থানে অবস্থান করিতেন ব্যাংকার হিসাবে চেকের অর্থ পরিশোধকারী ব্যাংকার এবং (প্রাপকের হাতে সেই চেক আসার ক্ষেত্রে) তাহার আদেষ্টা একই অধিকার প্রাপ্ত হইবেন এবং সকল ক্ষেত্রে একই স্থানে অবস্থান করিবেন।

১২৯। রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য যথাসময়ে ভিন্ন পরিশোধ—কোনো ব্যাংক সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য ব্যাংক ভিন্ন অন্য কাউকে অথবা বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য রেখাঙ্কিত ব্যাংক বা আদায়ের জন্য তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাউকে পরিশোধ করিলে, এইরূপ পরিশোধের কারণে চেকের প্রকৃত মালিক কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ব্যাংকার চেকের প্রকৃত মালিকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত চেক উপস্থাপনের সময় রেখাঙ্কিত ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয় অথবা এই আইনের অনুমোদিত পন্থা ব্যতীত ইতঃপূর্বে রেখাঙ্কিত চেকের রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা বা যোগ করা বা পরিবর্তন করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাসে এবং অবহেলা ব্যতীত চেকের মূল্য পরিশোধকারী ব্যাংকার দায়ী হইবেন না বা দায়বদ্ধ হইবেন না অথবা চেকটি রেখাঙ্কনের কারণে বা এই আইনের

অনুমোদিত পন্থা ব্যতীত রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা বা যোগ করা বা পরিবর্তন সাধন করিবার কারণে এবং ব্যাংকার ভিন্ন অন্য কাউকে বা রেখাঙ্কিত ব্যাংক বা আদায়ের জন্য তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাউকে পরিশোধ করিবার কারণে পরিশোধের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হইবে না।

১৩০। 'হস্তান্তরযোগ্য নহে' ('Not Negotiable ') **শব্দদ্বয় উল্লিখিত চেক**—'হস্তান্তরযোগ্য নহে' ('Not Negotiable') শব্দদ্বয় উল্লেখপূর্বক সাধারণ বা বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের প্রাপক হস্তান্তরকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত আইনগত অধিকারের থেকে অধিকতর ভালো আইনগত অধিকার প্রাপ্ত হইতে এবং প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন না।

১৩১। চেকের পরিশোধ মূল্য সংগ্রহে ব্যাংকারের দায়-মুক্তি— এই আইনের 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয় ' ('Account Payee') রেখাঙ্কিত চেক (Crossed Cheque) সম্পর্কিত বিধান মতে যদি কোনো ব্যাংকার সরল বিশ্বাসে এবং অবহেলা ব্যতীত গ্রাহকের হিসাবে সাধারণ বা বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, উক্ত চেকে গ্রাহকের বৈধ স্বত্ব না থাকিলে বা স্বত্ব ত্রুটিযুক্ত হইলেও ব্যাংকার শুধুমাত্র চেকের পরিশোধ মূল্য সংগ্রহের জন্য এইরূপ চেকের প্রকৃত মালিকের নিকট দায়ী হইবে না।

ব্যাখ্যা-১ : অত্র ধারার মর্মার্থনুযায়ী ব্যাংকার কর্তৃক রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ সংগ্রহের আগে গ্রাহকের হিসাবে চেকের পরিশোধ মূল্য জমা করা হলেও উক্ত ব্যাংকার রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ গ্রহণ করিবেন।

ব্যাখ্যা-২ : ব্যাংকার ট্রাংকেটেড চেকের অর্থ পরিশোধের পূর্বে ইহার সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করিবে।

১৩১ক।ড্রাফট এর ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের প্রয়োগ— এই অধ্যায়ের বিধানাবলি ধারা ৮৫ক-তে সংজ্ঞায়িত যে কোনো ড্রাফটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যেন ড্রাফটটি একটি চেক ছিল।

১৩১খ। 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' হিসাবে রেখাঙ্কিত চেক জমার ক্ষেত্রে ব্যাংকারের নিরাপত্তা—যেই ক্ষেত্রে ব্যাংকারের নিকট আদায়ের জন্য চেক প্রদানের সময় 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' হিসাবে রেখাঙ্কিত বা 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' হিসাবে রেখাঙ্কিত চেক মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বা পরিবর্তন করা হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না, সেই ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাসে এবং অবহেলা ব্যতীত চেকের পরিশোধিত অর্থ আদায়কারী এবং উহা গ্রাহকের হিসাবে জমাকারী ব্যাংকার 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' হিসাবে রেখাঙ্কন বা অনুরূপ রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা বা পরিবর্তন করা এবং চেকের অর্থ আদায় করিয়া প্রকৃত প্রাপক ব্যতীত অন্য কোনো গ্রাহকের হিসাবে জমা করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন না।

১৩১গ। চেক তহবিলের স্বত্ব হস্তান্তর করে না—একটি চেক স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদেষ্টার ব্যাংকে জমাকৃত তহবিলের কোনো অংশের স্বত্বহস্তান্তর করে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিনিময় বিল সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলি

১৩১ঘ। কতিপয় আদিষ্ট—অংশীদার হউন বা না হউন, দুই বা ততোধিক আদিষ্টের অনুকূলে কোনো বিনিময় বিল আদেশ করা যাইতে পারে; কিন্তু বিকল্প দুইজন আদিষ্টের অনুকূলে কিংবা দুই বা ততোধিক অনুক্রমিক আদিষ্টের অনুকূলে প্রদত্ত আদেশকে বিনিময় বিল বলা যাইবে না।

১৩১ঙ। কাহার অনুকূলে বিনিময় বিল লিখিত হইবে—একটি বিনিময় বিল আদেষ্টার অনুকূলে বা তাহার আদেশে পরিশোধ্য মর্মে লিখিত হইতে পারে অথবা উহা আদিষ্টের অনুকূলে বা তাহার আদেশে পরিশোধ্য হইবে মর্মেও লিখিত হইতে পারে।

১৩১চ। কখন স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপন আবশ্যক—একটি বিনিময় বিলের স্বীকৃতিদাতার দায় নির্ধারণের লক্ষ্যে এটি পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত হইবার পূর্বে স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

১৩১ছ। যখন উপস্থাপন মওকুফ—তখনই কোনো বিনিময় বিল স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপন মওকুফ হয় এবং অস্বীকৃতির ফলে প্রত্যাখ্যাত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—

(ক) যখন আদিষ্টের মৃত্যু হইয়াছে অথবা যিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন অথবা যিনি একজন কল্পিত ব্যক্তি অথবা যিনি বিনিময় বিল সম্পাদনে অযোগ্য;

(খ) যখন যথাযথ অনুসন্ধান করিবার পরও আদিষ্টকে বিনিময় বিল উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত তারিখে উপস্থাপনের স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া না যায়;

(গ) যখন যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপস্থাপন কার্যকর করা যায় নাই; এবং

(ঘ) যখন উপস্থাপনটি অনিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যবিধ কারণে স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

DRAFT

১৩১জ। আদেষ্টা ও স্বত্বার্পণকারীর বিরুদ্ধে ধারকের প্রতিকারের অধিকার—এই আইনের বিধানসাপেক্ষে, যখন একটি বিনিময় বিল অস্বীকৃতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তখন বিলের ধারক কর্তৃক উহার আদেশকারী ও স্বত্বার্পণকারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার উদ্ভূত হয় এবং পরিশোধের জন্য উপস্থাপন প্রয়োজন হয় না।

১৩১ঝ। ধারক শর্তযুক্ত স্বীকৃতি অস্বীকার করিতে পারিবেন—একটি বিনিময় বিলের ধারক শর্তযুক্ত স্বীকৃতি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবেন এবং যদি তিনি শর্তহীন স্বীকৃতি অর্জন করিতে না পারেন, তবে তাহা অস্বীকৃতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতে পারিবেন।

১৩২। সন্নিবেশিত বিলসমূহ—বিনিময় বিলসমূহ কিছু খণ্ডে প্রস্তুত করা যাইতে পারে, প্রত্যেক খণ্ড সংখ্যায়িত হইবে এবং শর্ত থাকিবে যে, অন্যান্য খণ্ড অপরিশোধিত থাকা পর্যন্ত এটি পরিশোধ্য থাকিবে এবং সকল খণ্ড একত্রে একটি সেট হিসাবে গণ্য হইবে; কিন্তু সকল সেট মিলিয়া একটি মাত্র বিল গঠিত হইবে এবং একটি ভিন্ন বিলের ক্ষেত্রে একটি খণ্ড পরিশোধিত হইলে সকল সেট পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যতিক্রম : যখন একজন ব্যক্তি বিলের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করে বা বিলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তির অনুকূলে স্বত্বার্পণ করে, তিনি এবং প্রত্যেক খণ্ডের তৎপরবর্তী স্বত্বার্পণকারী সংশ্লিষ্ট খণ্ডের জন্য এমনভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন যেন এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র বিল।

১৩৩। প্রথম গৃহীত অংশের ধারক সকল অংশের অধিকারী—বিনিময় বিলের একই সেটের বিভিন্ন অংশের যথাবিহিত ধারকদের মধ্যে যিনি স্বীয় অংশের প্রথম আইনগত ধারক হন, তিনি বিলের অন্যান্য অংশের এবং বিলে উল্লিখিত অর্থের অধিকারী হইবেন।

ষোড়শ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক আইন

১৩৪। বৈদেশিক দলিলের পক্ষগণের দায়দায়িত্ব-সম্পর্কিত আইন—বিপরীতমুখী কোনো চুক্তির অবর্তমানে এবং ধারা ১৩৬-এর বিধানসাপেক্ষে, বৈদেশিক অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের ক্ষেত্রে—

(ক) দলিলটি যে স্থানে প্রস্তুত বা আদিষ্ট, গৃহীত বা বিনিময়কৃত হইয়াছে, সেই স্থানের আইন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে—

(১) পক্ষগণের সামর্থ্য; এবং

(২) দলিলটির বৈধতা অথবা ক্ষেত্রমতো, ইহার স্বীকৃতি বা হস্তান্তরযোগ্যতা :

তবে শর্ত থাকে যে, যে স্থানে এরূপ দলিল প্রস্তুত বা আদিষ্ট হইয়াছে সেই স্থানের আইনের বিধান মোতাবেক তাহা স্ট্যাম্পযুক্ত হয় নাই কিংবা পর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত হয় নাই অজুহাতে দলিলটি অবৈধ বা অগ্রহণযোগ্য হইবে না।

(খ) এইরূপ দলিল পরিশোধ্য স্থানের আইনের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত হইবে—

(১) উহার সকল পক্ষের দায়-দায়িত্ব;

(২) স্বীকৃতি বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপন-সংক্রান্ত বিষয়ে ধারকের দায়িত্বসমূহ;

(৩) দলিলটি মেয়াদ পূর্তির তারিখ;

(৪) প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ;

(৫) অস্বীকৃতির আবশ্যকতা এবং যথার্থতা বা প্রত্যাখ্যানের নোটিশ; এবং

(৬) দলিলের অর্থ পরিশোধ এবং সন্তোষজনক সকল প্রশ্নসহ যে মুদ্রায় এবং যে বিনিময় হারে দলিলের অর্থ পরিশোধিত হইবে।

উদাহরণ :

'ক' কর্তৃক ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি বিনিময় বিল আদিষ্ট হইল, যেখানে সুদের হার ২৫ শতাংশ এবং বিলটি 'খ' কর্তৃক স্বীকৃত; বিলটি ওয়াশিংটনে পরিশোধ্য যেখানে সুদের হার ৬ শতাংশ; বিলটি বাংলাদেশে স্বত্বার্পিত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়; বিলটির জন্য 'খ'-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং 'খ' মাত্র ৬ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধে বাধ্য কিন্তু 'ক' আদেষ্টা হিসাবে অভিযুক্ত হইলে তিনি ২৫ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন।

১৩৫। হস্তান্তরযোগ্য দলিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৪৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ধারা ৫৩ কর্তৃক বাতিলকৃত।

১৩৬। বাংলাদেশের বাইরে কিন্তু সেই দেশের আইনানুযায়ী প্রস্তুতকৃত দলিল—কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল যদি বাংলাদেশের বাইরে প্রস্তুতকৃত, আদিষ্ট, স্বীকৃত বা স্বত্বার্পিত হইয়া থাকে এবং উক্ত দলিলে প্রদর্শিত কোনো চুক্তি, উহা সম্পাদনের দেশের আইন-অনুযায়ী অসিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কারণে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তান্তরযোগ্য দলিলটির পরবর্তী কোনো স্বীকৃতিদান বা স্বত্বার্পণ অকার্যকর হইবে না।

১৩৭। বিদেশি আইন সম্পর্কে অনুমান—অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক সম্পর্কিত কোনো বিদেশি আইন বিপরীত মর্মে প্রমাণিত না হইলে তাহা বাংলাদেশের সমপর্যায়ের আইন বলিয়া অনুমিত হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

হিসাবে অপর্যাপ্ত তহবিল থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট চেকসমূহ প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে দন্ড

১৩৮। হিসাবে অপর্যাপ্ত তহবিল ইত্যাদি কারণে চেক প্রত্যাখ্যান—(১) যেই ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি তাহার কোনো ব্যাংক হিসাব হইতে অপর কোনো ব্যক্তিকে কোন ঋণ বা দায়ের বিপরীতে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য চেক লিখিয়া দিলেন, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য তাহার ব্যাংক হিসাবের স্থিতি পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে, কিংবা উক্ত হিসাব হইতে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের সহিত চুক্তি রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করিবার কারণে, কিংবা স্বেচ্ছায় ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লেনদেন স্থগিত বা হিসাব বন্ধ করিবার কারণে ব্যাংক উক্ত চেকটি পরিশোধ না করিয়া ফেরত পাঠাইলে , ঐ ব্যক্তি ইহার দ্বারা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এইজন্য, এই আইনের অন্য বিধানাবলিতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে , ঐ ব্যক্তি চেকের ধারককে চেকে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের অতিরিক্ত সর্বনিম্ন ০৬ (ছয়) মাস হইতে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা চেকে লিখিত অর্থের চারগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না যদি না—

(ক) চেকটি আদিষ্ট হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বা উহার কার্যকারিতার মেয়াদকালের মধ্যে, যাহা পূর্বে সংঘটিত হয়, চেকটি ব্যাংকের নিকট উপস্থাপিত হয়;

(খ) চেকটি অপরিশোধিত অবস্থায় ফেরত প্রদানের বিষয়ে ব্যাংকের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেকের প্রাপক বা ক্ষেত্রমতো উহার যথাবিহিত ধারক উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের দাবি জানাইয়া চেকের আদেষ্টাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করেন; এবং

(গ) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চেকের আদেষ্টা উহার প্রাপক বা ক্ষেত্রমতো উহার যথাবিহিত ধারককে চেকে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন।

(১) ক উপধারা (১)-এর দফা (খ)-এর অধীনে আবশ্যিক নোটিশটি নিম্নলিখিতভাবে জারি করিতে হইবে—

(ক) যেই ব্যক্তির উপর উহা জারি করিতে হইবে সেই ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া; বা

(খ) বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তির সাধারণ বা সর্বশেষ জ্ঞাত আবাসস্থল বা কারবারের স্থানে রেজিস্ট্রি ডাকে অথবা সরকার নিবন্ধিত কুরিয়ার সার্ভিসে প্রাপ্তিস্বীকারপত্রসহ ইহা প্রেরণের মাধ্যমে; বা

(গ) বহুল প্রচারিত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে।

(২) যেই ক্ষেত্রে উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো জরিমানা আদায় করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চেকে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ পর্যন্ত আদায়কৃত জরিমানা উহার ধারককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের কোনো কিছুই ধারককে, চেকের অপরিশোধিত অংশ আদায়ের জন্য দেওয়ানি মোকদ্দমা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না।

১৩৮ক। আপিলের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ—ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রত্যাখ্যাত চেকের অর্থের পরিমাণের কমপক্ষে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ রায় প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা প্রদান না করিয়া ১৩৮-এর যে-কোনো উপধারার অধীন প্রদত্ত রায়ের বিপরীতে আপিল করা যাইবে না এবং এইরূপ আপিল রায় ঘোষণার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে করিতে হইবে।

১৩৯। কোম্পানির অপরাধসমূহ—ধারা ১৩৮-এর আওতায় অপরাধকারী যদি একটি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে বর্ণিত কোম্পানিসহ উক্ত অপরাধ সংঘটনের সময় কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আইনত দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ইহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং তদনুযায়ী দণ্ডিত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি দায়ী ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত অপরাধ তাহার জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় নাই অথবা উক্ত অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধের জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইবেন না।

(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো কোম্পানি কর্তৃক কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে এবং উক্ত কোম্পানির কোনো পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তার স্বীকৃতিতে বা পরোক্ষ সমর্থনে বা কোনো অবহেলার কারণে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত হইলে, কোম্পানির উক্ত পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তা ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ইহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং তদনুযায়ী দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

(ক) 'কোম্পানি' অর্থ কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং ইহা কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কোনো সমিতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে; এবং

(খ) কোনো ফার্মের 'পরিচালক' অর্থ উক্ত ফার্মের একজন অংশীদারকে বুঝাইবে।

১৪০। অপরাধসমূহ আমলে নেওয়া ইত্যাদি—ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫নং আইন)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) চেকের প্রাপক অথবা যথাবিহিত ধারক কর্তৃক লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ দাখিল ব্যতীত কোনো আদালত ১৩৮ ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আমলে নিবেন না;

(খ) ১৩৮ ধারার দফা (গ)-এর বিধান মোতাবেক কোনো অপরাধ সংঘটনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অনুরূপ অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে;

(গ) যুগ্ম দায়রা জজ -এর আদালত ১৩৮ ধারার অধীন কোনো অপরাধের বিচারকার্য সম্পাদন করিবে এবং যুগ্ম দায়রা জজ এর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে আপীল দায়ের করিতে হইবে।

(ঘ) ১৩৮ ধারায় বর্ণিত প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে আপস-মীমাংসার বিষয়ে, চার্জ গঠনের সময়, বিচারের যে-কোনো পর্যায়ে, উভয় পক্ষের শুনানির পর এবং রায় ঘোষণার পূর্বে আদালত বিবেচনা করিবেন।

১৪১। মামলার বিচারের সময়সীমা—(১) এই আইনের অধীনে কোনো মামলার বিচার, যতদূর সম্ভব, ন্যায়বিচারের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হইবে, যদি না আদালত প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে পরবর্তী কার্যদিবসে বিচার মুলতুবির কোনো আদেশ প্রচার করেন।

(২) এই ধারার অধীনে কোনো মামলার বিচারকার্য মামলা দায়েরের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে; যথাযথ কারন লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত উক্ত সময়সীমা আরও ৩০ (ত্রিশ) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

১৪২। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ—(১) The Negotiable Instrument Act, 1881 (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নং আইন) সকল সংশোধনীসহ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনের অধীন কৃত সকল কার্যক্রম এই আইনের অধীন কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং দায়েরকৃত কোনে মামলা বা গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে, যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

DRAFT